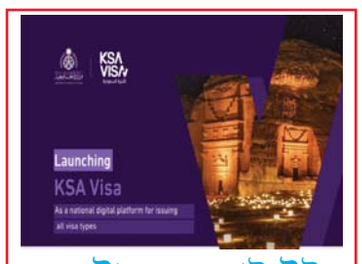

একটা ওয়েবসাইটেই করা যাবে এখন সৌদির সব ভিসার আবেদন

সারে-জমিন

চরম অবহেলার শিকার হাজি মহসিনের সমাধি

সাধারণ

যে কারণে ফিলিস্তিনিদের ঐক্য ভাঙতে পারবে না ইসরায়েল

সম্পাদকীয়

রাসূল সা.-এর দেশপ্রেম

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২১ ডিসেম্বর, ২০২৩
৪ পৌষ ১৪৩০
৭ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

আইপিএলে নিলামে অবিক্রিত থাকা সল্ট করলেন ১০ ছক্কায় ১১৯

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 343 ■ Daily APONZONE ■ 21 December 2023 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মুহাম্মদ শামিসহ ২৬ খেলোয়াড়কে অর্জুন পুরস্কার

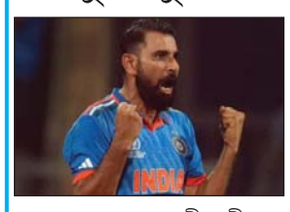

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট দলের বোলার মুহাম্মদ শামি সহ ২৬ জন খেলোয়াড়কে এ বছরঅর্জুন পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া ব্যাডমিন্টন তারকা জুটি চিরাগ শেঠি এবং সাতক সাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি মেজর ধ্যানচাঁদ খেল রত্ন পুরস্কারেও সম্মানিত হবেন। এই সমস্ত পুরস্কার তাদের খেলাধুলায় তাদের বিশেষ পারদর্শিতার জন্য দেওয়া হবে। সমস্ত পুরস্কারপ্রাপ্তরা আগামী ৯ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তাদের পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

মাত্র সাত ম্যাচে ২৪ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ছিলেন মুহাম্মদ শামি। প্রথম চারটি ম্যাচের বাইরে বসার পর, মহম্মদ শামি যখন সুযোগ পেয়েছিলেন তখন দুর্দান্ত ছিলেন এবং বাকি সাত ম্যাচে মাত্র ৫.২৬ গড়ে ২৪ উইকেট নিয়েছিলেন। একদিনের বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারতের অন্যতম সফল বোলারও মুহাম্মদ শামি। উল্লেখ্য, এই জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার পাঁচটি ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার এবং ক্রীড়ার জন্য অর্জুন পুরস্কার, কোচের জন্য দ্রোণাচার্য পুরস্কার, খেলোয়াড়ের জন্য ধ্যানচাঁদ আজীবন সম্মাননা পুরস্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ট্রফি।

প্রধানমন্ত্রী ও সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

বকেয়া দাবি খতিয়ে দেখতে কমিটি গড়বে কেন্দ্র: মমতা

আপনজন ডেস্ক: বুধবার নতুন সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন কনফারেন্স রুমে ২০ মিনিট ধরে বৈঠক হল প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও সপার্ষদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। এদিনের বৈঠকের শুরুতে যে প্রাথমিক অস্থিরতা ছিল, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁটুতে আঘাতের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নির্ধারণ করেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য মোদীকে আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি প্রায় কয়েক মাস আগের চেয়ে এখন ভাল অবস্থায় আছেন। এদিন অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে টেবিলে বসে থাকা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে থাকা ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দলের সাংসদদের উপস্থিতি। এই সব সাংসদদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের অবশিষ্ট দিনগুলি থেকে সাসপেন্ডে রয়েছেন। বৈঠকে অবশ্য এবং কেন্দ্রীয় তহবিল আটকে রাখার বিষয়টি ছাড়াও সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের মুক্তির দাবিও ছিল ঘোষিত এজেন্ডা ছিল। কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের বকেয়া ১.১৬ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়ার বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ কমিটি গঠনের প্রস্তাবের কথাও বৈঠকে জানান মোদী।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের গরিব মানুষ এমজিএনআরইজিএ-র আওতায় কাজ করার পরে এখনও তাদের বকেয়া মজুরি পাননি। ২০২৩ সালের জন্য বাংলার জন্য কোনও

অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। আমরা দাবি করেছিলাম, এমজিএনআরইজিএর জন্য অর্থ অবিলম্বে ছাড়া উচিত। এমনকি আবাস যোজনা এবং স্বাস্থ্য মিশনের তহবিলও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ১৫৫টি দল বাংলা সফর করেছে এবং আমরা সব ব্যাখ্যা দিয়েছি কিন্তু আমরা কিছুই পাইনি। আমি এর আগেও তিনবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বলেন, আমরা আজ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়গুলি উত্থাপন করেছি এবং তিনি বলেছেন যে কেন্দ্র ও রাজ্যের কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি যৌথ বৈঠক করা হবে। যদি কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তবে আমরা এটি আগে ১৫৫ বার দেওয়ার পরেও আবার দেব।

তৃণমূল প্রধান আরও বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রের দু'জন আধিকারিক বসে সমাধান বের করবেন। তারা ফেডারেল কাঠামো অনুযায়ী ফর্মুলা নির্ধারণ করতে পারে।

বৈঠকের সময় মোদিকে দেওয়া চিঠিতে মমতা বলেন, আমি আরও একটি বিরক্তিকর এবং অনাকাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের কথা উল্লেখ করতে চাই যা ফেডারেল কাঠামো এবং কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার চেতনার পরিপন্থী।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ভারত সরকারের অনেক মন্ত্রক একতরফাভাবে নির্ধারিত নাম, লোগো এবং প্রকল্প ও ভবনের রঙ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে, কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকল্পগুলির জন্য তহবিল ছাড়ের শর্ত হিসাবে। তিনি আরও বলেন,কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বেশিরভাগ প্রকল্পে রাজ্যের যথেষ্ট অংশিদারিত্ব রয়েছে এবং এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন সম্পূর্ণরূপে রাজ্য প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং সেই ক্ষমতার মধ্যে আপনি আমাদের ফেডারেল কাঠামোতে রাজ্য এবং তার জনগণের অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন। এই মহান দেশের উন্নয়নে রাজ্যগুলির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রের একতরফা কোনও পদক্ষেপ যা রাজ্যের অবস্থান বা জনগণের অনুভূতি এবং আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ করে, তা কেবল এই দেশকে দুর্বল করবে। আমরা কোনও রাজ্যের মানুষকে যে কোনও কারণেই কষ্ট পেতে দিতে পারি না এবং দেওয়া উচিত নয়। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী মনোযোগ সহকারে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন এবং আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি সেগুলো খতিয়ে দেখবেন।

গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেছে কেন্দ্র: সোনিয়া

আপনজন ডেস্ক: সংসদ থেকে গণহারে বিরোধী সদস্যদের বহিষ্কারের পর কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি মন্তব্য করেছেন, এই বিজেপি সরকার গলা টিপে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। সেটা করেছে সংসদে বিরোধীদের ন্যায্য প্রশ্ন তোলার অপরাধে।

বুধবার সকালে কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে সোনিয়া এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, অতীতে কখনো এত সংসদ সদস্যকে এভাবে বহিষ্কার করা হয়নি। এই সরকার তা করল, কারণ এই সদস্যরা ন্যায্য ও যুক্তিপূর্ণ দাবি জানাচ্ছিলেন।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালে ১৩ ডিসেম্বর দুই তরুণ নিরাপত্তারক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে লোকসভা কক্ষে ঢুকে পড়ে। দর্শক গ্যালারি থেকে তারা সভাকক্ষে ঝাঁপ দেয়। তাদের হাতে ছিল হলুদ রংমশালের কৌটো। হলুদ ধোঁয়ায় ভরিয়ে দেওয়া হয় সভা। তাঁদের মুখে ছিল স্বৈরতন্ত্রবিরোধী স্লোগান। একই সময়ে সংসদ ভবনের বাইরে একই ঢঙে বিক্ষোভ দেখানোর কারণে গ্রেফতার করা হয় দুই তরুণ-তরুণীকে। তাদের কণ্ঠেও ছিল স্বৈরতন্ত্রবিরোধী স্লোগান। গ্রেফতার তরুণদের দাবি, কাজ না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে তারা এভাবে প্রতিবাদী হয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। পুলিশ আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইন প্রয়োগ করা হয়েছে।

লোকসভায় যারা ঢুকেছিল, তাদের অবশ্য বৈধ পাস ছিল। সেই পাস দিয়েছিলেন কর্নাটক থেকে নির্বাচিত বিজেপির এক সংসদ সদস্য। বিরোধীরা ওই ঘটনা নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে আসছেন। তাদের দাবি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ঘটনার দায় স্বীকার করতে হবে। কারণ, সংসদ ভবন চত্বর ও তার বাইরে নিরাপত্তা

রক্ষার দায়িত্ব দিল্লি পুলিশের, যা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু ঘটনা হল, প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউই সংসদের কোনো কক্ষেই ওই ঘটনা নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। অথচ সংসদকে উপেক্ষা করে তাঁরা দুজনেই সংবাদপত্রে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই বিষয়ে কথা বলেছেন।

বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের দাবি, এ আচরণ গণতান্ত্রিক রীতি ও সংসদের পরম্পরার বিরোধী। কেননা, রীতি ও পরম্পরা অনুযায়ী অধিবেশন চলাকালে সরকার সংসদের বাইরে কোনো নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানায় না, কোনো জরুরি ঘোষণা অথবা কোনো বিষয়ে জবাবদিহি করে না।

কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে সোনিয়া গান্ধি এ কারণেই বিরোধীদের দাবি ন্যায়সংগত ও যুক্তিযুক্ত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, ১৩ ডিসেম্বরের ঘটনা অস্বাভাবিক। ওই ঘটনা প্রমাণ করে নিরাপত্তাব্যবস্থায় কী বিপুল গলদ রয়েছে। অথচ সংসদে সরকার নীরব। এই ঔদ্ধত্য সীমাহীন।

একই কথা বিরোধীদেরও। তাঁরা বলছেন, এতগুলো নিরাপত্তাবেষ্টনী টপকে রক্ষীদের চোখে ধুলা দিয়ে রংমশালের কৌটো নিয়ে সভাকক্ষে ঢোকা গেলে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও তো ঢোকা যায়? তাহলে নিরাপত্তা কোথায়? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার দায় নেবেন না? বিজেপির যে সংসদ সদস্য ওই তরুণদের পাস দিলেন, তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে না?

ওই ঘটনার পর বিরোধী দমনে সংসদের উভয় কক্ষ থেকে দফায় দফায় ১৪১ (কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকে বলেছেন ১৫২ জন) বিরোধী সদস্যকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। শুধু বহিষ্কারই নয়, বহিষ্কৃত সদস্যরা কী কী করতে পারবেন না, সেই ফিরিস্তিও সংসদ সচিবালয় থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, তাঁরা লোকসভা বা রাজ্যসভার লবি অথবা দর্শক গ্যালারিতেও ঢুকতে পারবেন না। তারা সংসদীয় কমিটির বৈঠকেও যোগ দিতে পারবেন না। কমিটির কোনো নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না। কোনো প্রশ্নও জমা দিতে পারবেন না। এমনকি সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তারা দৈনন্দিন ভাতাও পাবেন না। সংসদ চলাকালে সদস্যরা হাজিরা দিলে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দৈনন্দিন ভাতা হিসেবে পান।বহিষ্কারের প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার সংসদ ভবনের বাইরে সদস্যরা 'নকল অধিবেশনে' রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে নকল করেন। ধনখড় তাতে ব্যথিত হন।

৪২ হাজার শিক্ষক প্যানেল প্রকাশের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ

আপনজন ডেস্ক: প্রাথমিকে ৪২ হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রাপ্তদের প্যানেল আদালতে জমা দেওয়অর যে নির্দেশ দিয়েছিলন বিচারপতি সিনহার একক বেঞ্চ, সেই নির্দেশের উপর চার সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ জারি করল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ।

অপরদিকে, বিচারপতি সৌমেন সেন সিবিআইয়ের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, ২০১৬ সালে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মূল মামলাকারীরা ২০১৪ সালের টেটে উত্তীর্ণ হয়েছিল কি না। বিচারপতি বলেন, আদালত জানতে চায় এরা প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছিল কি না। তার উত্তীর্ণ না হলে তাদের মামলা করার াধিকার থাকবে না। ৪ জানুয়ারি ফের এই শুনানি মামলার। এ ব্যাপারে সিবিআইয়ের কাছে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

সিবিআইয়ের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, পর্ষদ বারবার ডিজিটাইজড ডাটার কথা বললেও কিন্তু সিবিআই ডিজিটাইজড ডাটা খুঁজে পায়নি । আসল ওএমআর শিট খুঁজে পায়নি পর্ষদ সেগুলো নষ্ট করে দেওয়ায়।

বাংলার প্রায় অর্ধেক নতুন ভোটার '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিতে অনিচ্ছুক: সমীক্ষা রিপোর্ট

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। পশ্চিমবঙ্গের ৫০ শতাংশেরও বেশি নতুন যোগ্য ভোটার তাদের নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগ করতে এবং কোনও দলকে ভোট দিতে "আগ্রহী" নন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কার্যালয় থেকে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে রাজ্যের ১৫ লক্ষ যুবক বর্তমানে আসন্ন নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্য, তাদের মধ্যে মাত্র ৭ লক্ষ ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করেছেন।

জরিপের সময় বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বেশ কয়েকজন নতুন ভোটারের সন্ধান পান যারা আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী নন। একজন বিএলও বলেন, "তাদের বেশিরভাগই আগ্রহ দেখায়নি যে তারা পরবর্তী নির্বাচনী অনুশীলনের আগে ভোটার তালিকায় তাদের নাম নথিভুক্ত করবে কারণ যোগ্য ভোটারদের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য বছরে চারটি সুযোগ রয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএলওদের জরিপ করা হয়।

"আমরা যখন প্রথমবারের মতো যোগ্য ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার কারণ জিজ্ঞাসা করি, তাদের বেশিরভাগই বলেছিলেন যে তারা প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে এটি করবেন," কর্মকর্তা বলেন।

সিইও আরিজ আফতাব তার

বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে প্রথমবারের মতো ভোটারদের অনীহা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক ভোটার ছিলেন যারা প্রথমবারভোটার তালিকায় নিজেদের তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তারপরে উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০.১ লক্ষ ভোটার যোগ্য ভোটারের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করেছেন, যেখানে উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৬.৭ লক্ষ এবং ১৩.৬ লক্ষ।

বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার পরিচালিত একটি অভ্যন্তরীণ জরিপে বিজেপি জানতে পারে যে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তারা তরুণ ভোটারদের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল, যার ফলে সংসদের নিম্নকক্ষে দলের আসন সংখ্যা দুই থেকে ১৮ এ পৌঁছেছে।

তিনি বলেন, নতুন ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম লেখাতে অনীহা আমাদের জন্য ভালো লক্ষণ নয়। বিগত সাধারণ নির্বাচনে তারা নির্বাচনের আগে আমাদের দলের জাতীয়তাবাদের আখ্যানকে সমর্থন করেছিল, যার পরে পুলওয়ামা সন্ত্রাসী হামলা এবং পরে পাকিস্তানের বালাকোটে ভারতীয় বিমান বাহিনীর অভিযান হয়েছিল।

ঘনবসতিপূর্ণ কয়েকটি জেলা থেকে প্রাপ্ত নতুন যোগ্য ভোটারদের ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্তির আবেদনের সংখ্যা যা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে:

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা: ৫৮,০০০+
উত্তর চব্বিশ পরগনা: ৭৭,০০০+
মুর্শিদাবাদ: ৫৪,০০০+
পূর্ব মেদিনীপুর: ৫৯,০০০+
পশ্চিম মেদিনীপুর: ৪৬,০০০+
নাদিয়া: ৪৬,০০০+
পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটার: ৭.২৭ কোটি+

কাশী, মথুরা মামলায় সুপ্রিম কোর্টে যাবে জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ

আপনজন ডেস্ক: জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানি দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ১৯৯১ সালের উপাসনালয় আইন কার্যকর হওয়ার পরে বাবরি মসজিদ বাদে কোনও মসজিদ সম্পর্কিত কোনও সমস্যা থাকা উচিত নয়। বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের বিষয়টি নিয়ে তাই সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করবে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ তাই জ্ঞানবাপি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইন হলেও সাম্প্রদায়িক শক্তি কখনোই এদেশে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য হতে দেবে না। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে বাবরি মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মাণ করা হয়নি। যদি জ্ঞানবাপি মসজিদ ও মথুরা ঈদগাহ নিয়ে একটি সঠিক সমীক্ষা করা হয়, তাহলে একই ঘটনা হবে। এটি প্রমাণিত হবে যে, মন্দির ভেঙে দুটি মসজিদ তৈরি হয়নি। কারণ আমাদের ধর্মে মন্দিরের জমিতে কোনো মসজিদ তৈরি করা যায় না।

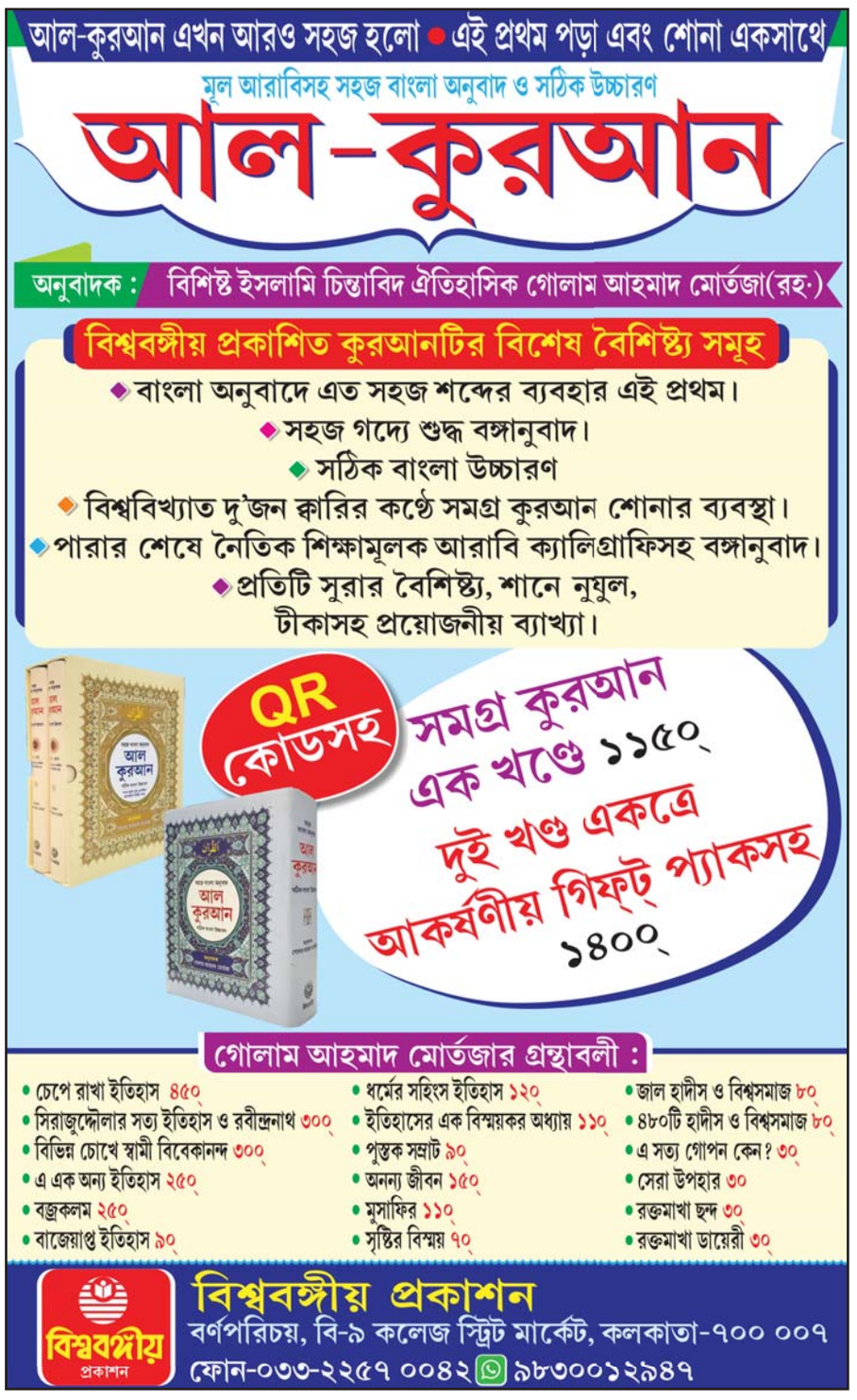

প্রথম নজর

অফিসারের মদতে জঙ্গলে গাছ কেটে হচ্ছে রাস্তা!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন:বনদপ্তরের এক অফিসারের মদতে জঙ্গলে বহু মূল্যবান গাছ কেটে অবৈধভাবে রাস্তা নির্মাণ করার অভিযোগ একটি বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে, বনদপ্তরের অফিসার কে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের, উঠলো চোর চোর স্লোগান ।
বিষ্ণুপুরের চৌকান সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের, তাদের অভিযোগ চৌকান বিট অফিসারের মদতে বিষ্ণুপুরের একটি বেসরকারি স্কুল তার পাশেই থাকা জঙ্গলের বহু মূল্যবান গাছ কেটে অবৈধভাবে রাতারাতি রাস্তা তৈরি করছে, গ্রামবাসীরা এর আগেও বিট অফিসার কে বিষয়টি জানিয়েছিলেন কিন্তু কোন গ্রাহ্য করেননি ওই অফিসার, তারপরেও রাতের পর রাত দিনের পর দিন গাছ নিধন করে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের, যে কারণেই আজ সকালে সকল গ্রামবাসী একজোট হয়ে ঘটনাস্থলে বিট অফিসার কে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বিট অফিসার এরপরেই বিট অফিসার কে উদ্দেশ্য করে ওঠে চোর চোর স্লোগান।এই ঘটনায় জড়িয়ে থাকার কথা অস্বীকার করেছেন ওই বিট অফিসার বিমান রায়।

এমআর-দের ধর্মঘট

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সর্বভারতীয় মেডিকেল সেলস ও রিপ্রেজেন্টেটিভদের একদিনে ধর্মঘট পালন করলেন সংগঠনের কর্মীরা। এই ধর্মঘটে তাদের আট দফা দাবি ছিল এই দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানান মেডিকেল সেলস ও রিপেজেন্টেটিভ এর কর্মরত কর্মীরা। এই ধর্মঘটে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রায় এক লক্ষ কর্মী ধর্মঘট পালন করছেন।

রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া এবার তমলুকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: বাড়ির দরজা বন্ধ।বারবার ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া নেই।পরিচারিকাও এসে ফিরে যায়।কিন্তু,দীর্ঘসময় বাড়ি থেকে কেউ বের না হওয়াতে বাড়তে থাকে সন্দেহের দানা।ঘটনাটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পদুমবসান এলাকায়।বিষয়টা জানাজানি হতেই প্রতিবেশীরা খবর দেয় স্থানীয় কাউন্সিলরকে।শেষে খবর দেওয়া হয় পুলিশে।বুধবার সকালে তমলুক থানার পুলিশ গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় দরজা ভাঙতেই চোখ কপালে উঠে যায় সকলের।দেখা যায় ঘরের মেঝেতে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধের দেহ।মৃত বাবার দেহ আগলে বসে রইলেন মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ভোলানাথবাবুর স্ত্রী রয়েছে।এক মেয়েও।সেই মেয়ের আরামবাগে বিয়ে হয়েছে।মাস্তর মানসিক সমস্যার কারণে বাড়িতে রোজ অশান্তি লেগেই থাকত।সে কারণেই ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী তার ছোট মেয়ের সঙ্গে থাকেন বলে জানা যায়।কিন্তু,এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও তাঁরা কেন খোঁজ নিলেন সেই প্রশ্নও ভাবাচ্ছে পুলিশকে।তমলুক থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে মৃত বৃদ্ধের স্ত্রী ও ছোট মেয়েকে। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধের, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে তা স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া তমলুকে,স্থানীয়রা বলেন বিষয় টি ভাবিয়ে তুলছে।

বার্ধক্য ভাতায় নাম তুলতে পারেননি, তবু সরকারি সাহায্যের আশায় বেওয়া সাকিনা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বার্ধ্যক্যের কারণে শরীরে নানা রোগ বাসা বেঁধেছে। দৃষ্টিও ক্ষীণ। স্বামীর মাত্র তিন শতক বসত ভিটাতে তৈরি ভাঙ্গা বাড়িতে অক্ষম ছেলে, ছেলে বউ এবং নাতিপুতি নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটছে সকিনা বেওয়ার (৬৬)।

ছেলে অসুস্থ হয়ে কাজ করতে না পারায় অন্যের দয়া এবং খাদ্য সাথী প্রকল্পে পাওয়া চালের জন্যই দুমুঠো ভাত পেটে পড়ছে। নুন আনতে পান্তা ফুরানো পরিবারের এই বৃদ্ধা অসহায় মহিলার বাড়ি বংশীহারী ব্লকের অন্তর্গত ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলকুড়িয়া গ্রামে।অনেক চেষ্টা করেও বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পে নাম তুলতে পারেন নি সকিনা বেওয়া। এদিন বেলকুড়িয়া গ্রামে তার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল বয়সের কারনে সারা মুখ জুড়ে বলিরেখা স্পষ্ট।মুখে কোন দাঁত না থাকলেও কথা কিন্তু পরিষ্কার। সারা বাড়ি,বলা ভালো ঝুপড়ি জুড়ে অভাবের ছাপ স্পষ্ট। কিছু জানতে চাওয়া হলে ইতস্তত কণ্ঠে তিনি বলেন, আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে আমার স্বামী আব্দুল গনি মারা যায়। তার পর অতি কষ্টে দুই ছেলে এবং এক মেয়েকে বড় করি। লোকের সাহার্যে মেয়ের বিয়ে দিই। দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে তার পরিবার নিয়ে দিল্লিতে মজুরের কাজ করে। আর ছোট ছেলে সইদ আলি চপ ঘুগনির দোকান করে কোনরকমে সংসার চালাতো। কিন্তু, গত দেড় বছর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দোকান করতে পারে না।
বর্তমানে বাড়িতে বসে আছে। তার আবার তিন মেয়ে এবং এক ছেলে।সকলেই নাবালক। এছাড়া আমার এক স্বামী পরিত্যক্তা নাতনীর দুই নাবালক ছেলে মেয়ে। সব মিলিয়ে বাড়িতে আট জন সদস্য। ছেলে অসুস্থ্য হওয়ায় কামাই নাই। নিজেদের জমিও নাই। পড়শীরা মাঝে মধ্যে সাহার্য করে। খাদ্য সাথী প্রকল্পের চাল পাওয়ায় কোন রকমে বেঁচে আছি।অনেক চেষ্টা করেও বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পে নাম তুলতে পারি নি। ছেলে টাকার অভাবে ওষুধ কিনতে না পারায় দিনদিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।বয়স হলেও আমি তো মা।ছেলের এই অবস্থা দেখে খুব কষ্ট হয়। আমাদের ভাতই ঠিক মতো জোটে না তো ওষুধ! পুরানো টিনের ঝুপড়িতে থাকি।ঝড় বৃষ্টিতে ঘরে জল পড়ে।ঝড় এলে খুব ভয় হয়,এই বুঝি টিন উড়ে গেল।সরকারি কোন সাহার্যও পাই না।শুধু পাওয়ার মধ্যে বৌমার লক্ষী ভান্ডারের ৫০০ টাকা।বাইরে কাজ করা স্বামীহারা নাতনীর পাঠানো এক হাজার এবং বৌমার লক্ষীভান্ডারের ৫০০ টাকা ও খাদ্য সাথীর চাল দিয়ে খেয়ে আবার কোনদিন আধপেটা খেয়ে দিন চলছে। এই বুড়ো বয়সে এত কষ্ট সহ্য হয় না।ছেলেটা চপ ঘুগনীর দোকানটা চালাতে পারলে এত অভাব থাকতো না।ছেলের এক পা প্রায় অবশ হয়ে যাওয়ায় ঠিক মতো হাঁটতে পারে না।অন্য দিকে কোমড়ে অস্ত্র প্রচারের পর লোহার রড লাগানো থাকায় নীচু হতেও পারে না।সেজন্য প্রায় দেড় বছর থেকে দোকান বন্ধ।প্রচুর টাকা ধার দেনা করে কলকাতায় ছেলের চিকিৎসা হয়েছে।
এখন টাকার অভাবে ওষুধ কিনতে পারছে না।আমাদের খুব কষ্ট বাবা। সত্যি কথা বলতে কি,এখন আমরা কোনদিনও পেট ভরে খেতে পাই না।কোন দিন মুড়ি খেয়েও দিন কাটে।এই বয়সে না খেতে পারার যে কি যন্ত্রনা,যে ভুক্তভুগী, একমাত্র সেজনই জানে।স্থানীয় বাসিন্দা আমিনুল ইসলাম বলেন, সকিনা খালার পরিবারের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। অর্থাভাবে একটা পরিবার যে কি নিদারুন দুর্দশায় পড়ে, সকিনা খালার পরিবার তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রেললাইনে ভিডিও করতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আহিরন ব্রিজে রেল লাইনের ওপর রিলস ভিডিও করতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন স্কুল ছাত্রের। জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরো দুই ছাত্র। বুধবার বিকেলে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার আহিরণ ব্রিজ এলাকায়। মৃত ছাত্রদের নাম সামিউল শেখ, আমাউল শেখ এবং রিয়াজ শেখ। সকলেই সুতি থানার অন্তর্গত ইংলিশ সাহাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিন ছাত্রই ঔরঙ্গাবাদের একটি বেসরকারি স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ত। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে রেল পুলিশ। এদিনর ঘটনায় জখম ছাত্রার হল রোহিত শেখ ও আকাশ শেখ।

লালবাগে ভাঙা হল অবৈধ নির্মাণ

সারিউল ইসলাম ● লালবাগ

আপনজন: নিকাশিনালার উপর অবৈধ নির্মাণ গজিয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ পৌরসভার গোলাপবাগ হসপিটাল রোডের দুই প্রান্তে। যার ফলে রাস্তার উপর থাকা ড্রেন বন্ধ হয়ে যায়। হাল্কা বৃষ্টি হলেই জল জমে থাকত মুর্শিদাবাদ পৌরসভা সংলগ্ন ১,২,৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। গোলাপবাগে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার জমির উপর গজিয়ে উঠেছিল সেইসব অবৈধ নির্মাণ। বিভিন্ন দোকানের কাজে ব্যবহার করা হতো সেই ঘরগুলি। পাব্লিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট থেকে সেই অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গা হলো বুধবার। ওই অবৈধ নির্মাণের কারণে একদিকে যেমন নিকাশীনালার জল জমে থাকতো, অন্যদিকে লালবাগ হসপিটাল রোডে যানজটের সৃষ্টি হতো প্রতিনিয়ত। অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গার পর রাস্তার দুই প্রান্তের নিকাশীনালাকে রাস্তার উপর ড্রেনের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে। অবৈধ নির্মাণ ভাঙার পর নিয়মমাফিক কাজ হলে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার ১,২,৩ নম্বর ওয়ার্ডের জল যন্ত্রণা দূর হবে, পাশাপাশি যানজট মুক্ত হবে লালবাগ হসপিটাল রোড।
এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, ‘নিকাশি নালার দখলদারি

কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। এই উচ্ছেদ আগেই করা উচিৎ ছিল। ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ শহরের ঐতিহ্য ফেরাতে পরবর্তীতে আরও কয়েকটি জায়গায় এই ধরনের উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে।’
এই উচ্ছেদের পর থেকে প্রশ্ন উঠছে লালবাগ হসপিটাল রোডের দুইপাশে থাকা ফুটপাত ও সরকারি জায়গা দখল করে একাধিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে ডাক্তারের চেম্বার গজিয়ে উঠেছে। অবৈধ নির্মাণের পরেও তারা লাইসেন্স পান কি ভাবে। প্রশ্নের উত্তরে চেয়ারম্যান বলেন, ‘এই বিষয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
অন্যদিকে বুধবারের উচ্ছেদের পর কর্মহীন হয়ে পড়লেন সেলিম শেখ, হাসিরানী সাহা, মজিদ শেখের মতো বেশ কিছু মানুষজন। তারা পুরসভার কাছে পুনর্বাসনের আবেদন রেখেছেন।

সাংসদদের বহিষ্কারের প্রতিবাদে বহরমপুরে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

আলম সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: নতুন সাংসদ ভবন বানিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটিয়েছে মোদীজি বিজেপির এই প্রচার চলাকালীন নতুন সাংসদ ভবনের নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ১৩ ডিসেম্বর বিজেপি সাংসদের দেওয়া পাস দেখিয়ে ধোঁয়া বোমা নিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করে কিছু ব্যক্তি। বিজেপির শাসনে আইন তৈরি হওয়া ভবন যেখানে নিরাপদ নয় সেখানে দেশ কতটা নিরাপদ সেই প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ করায় ১৪১ জন সাংসদকে সংসদ ভবন থেকে সাসপেন্ড করা হয় বিগত তিনদিনে। এর প্রতিবাদে কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিতে বুধবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল করল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া। এদিন বহরমপুরের গ্রান্টহল থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যায়। বাসস্ট্যান্ড প্রাঙ্গণে পথসভা করে বিজেপির এই ফ্যাসিস্ট সিদ্ধান্তের আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম। তিনি বলেন’ গত তিন দিনে ১৪১ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে সংসদের ইতিহাসে এটা নজীরবিহীন ইতিহাস।
সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিজেপি সরকার যে কোন বিরোধীতাকেই গুঁড়িয়ে দিতে তৎপর। এটা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে আরও একটি বড় পদক্ষেপ। আজ ফ্যাসিষ্ট শাসনের নাগপাশে দেশের আম-জনতার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সংসদ সহ সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিজেপি কুক্ষিগত করে নিয়েছে। আদালত তথা সমগ্র আইন ব্যবস্থার স্বাধিকারও আজ ভীষণ ভাবে বিপন্ন। গণতন্ত্রের সুবৃহৎ মন্দিরেই গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। এ ভাবে চলতে দিলে গণতন্ত্র লাশে পরিণত হবে। এটাই চাইছে একদা প্রবল পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের দোসর ফ্যাসিবাদী শক্তি। সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিতাড়িত করার সাত দশক পরও আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির এই ভয়ঙ্কর পরিণতি।
রাজ্য সহ সভাপতি মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন বলেন, দেশের এই জটিল ও সংকটময় পরিস্থিতিতে বিজেপি বিরোধী সমস্ত দল, সংগঠন, ব্যক্তিকে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে রক্ষা করতে হবে। শুধু মাত্র বিবৃতি দিয়ে এবং পৃথকভাবে লড়াইয়ে জয়ী হওয়া যাবে না। আমরা ভেবেছিলাম ১৪১ জন সাংসদকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ভারতকে অচল করে দেবে, সারা দেশে বন্ধ ডেকে বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি নেবে যেখানে সর্ব স্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু এমনটা কিছুই হল না। তবে এসডিপিআই কোনোদিনও ফ্যাসিবাদের সাথে আপোষ করবে না। পথসভা থেকে রাজ্য কমিটির সদস্য মাসুদুল ইসলাম বলেন, এসডিপিআই এই লড়াইয়ে জনগণের সাথে সামনের সারিতে থাকবে। আগামীতে দেশকে রক্ষা করতে ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। জনগণকে উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে গণতন্ত্রের মূল প্রহরী জনগণই ফ্যাসিষ্টদের ২০২৪-এ গণতন্ত্রের সুবৃহৎ মন্দির থেকে তাড়িয়ে বিদায় দেন।

পীর শাহচাঁদ মেলা শুরু হল রায়নায়

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সম্প্রীতি, সর্বশিক্ষা, সর্ব সাস্থ্য ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে চারশো বছরের পুরনো শাহচাঁদ সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক মেলার শুভ উদ্বোধন হল পুর্ব বর্ধমান জেলার রায়না দুই ব্লকের একলক্ষ্মী ময়দানে। মেলার শুভ সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের অন্য এক মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাতরা , রায়না বিধানসভার বিধায়ক সম্পা ধারা, বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক খোকন দাস,মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য ,পুর্ব বর্ধমান জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার,রায়না দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্বতী ধারা মালিক, পূর্ত কর্মদক্ষ সৈয়দ কলিমুদ্দিন(বাপ্পা) সহ পঞ্চায়েত প্রধান গণ, উপপ্রধান গণ, বিশিষ্ট সমাজসেবী মোল্লা সফিকুল ইসলাম ও আরও অন্যান্য অনেকে।মেলার অন্যতম উদ্দাক্তা আনিসুর রহমান বলেন পীর শাহচাঁদ শান্তি ও সম্প্রীতির প্রতীক ।তাকে উদ্দেশ্য করে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ মিলিত হয় ।

খড়িবোনা বাজারে ঢালাই রাস্তার সূচনা

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: ,বৈষ্ণবনগর বিধানসভার কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িবোনা বাজারে ঢালায় রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন বিধায়ক চন্দনা সরকার মঙ্গলবার বিকেলে। বৈষ্ণবনগর বিধানসভার কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের গোলাপগঞ্জের খড়িবোনা বাজার থেকে সাইদুল শেখের বাড়ি মুন্নাটোলা পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দে নিয়মিত হবে এই ঢালাই রাস্তা । মঙ্গলবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে রাস্তার শিলারন্যাস করা হলো উপস্থিত ছিলেন বৈষ্ণব নগর বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা সরকার ছাড়া মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা জেলা পরিষদের সদস্য পরিতোষ সরকার , কালিয়াচক ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিরুপমা মন্ডল ঘোষ , কালিয়াচক ৩ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হযরত শেখ , কালিয়াচক ৩ পঞ্চায়েত সমিতির জনসাস্থ্য কর্মদক্ষ রোজিত আলম সহ প্রমুখ।

পিতৃ স্বীকৃতি চেয়ে ‘স্বামীর’ বাড়ির সামনে সদ্যোজাতকে ফেললেন মা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পিতৃ পরিচয়ের স্বীকৃতির দাবিতে নবজাতক কন্যা সন্তানকে অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর বাড়ির সামনে রেখে গেলেন অসহায় মা।নবজাতক কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন পুলিশ।এই নিয়ে বুধবার শোরগোল পড়ে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিতল গ্রামে।তবে প্রশ্ন উঠছে সন্তানটি কার?কেনই বা রেখে গেলেন মা?স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,কয়েক মাস আগে অভিযোগ উঠেছিল বিতল গ্রামের বাসিন্দা তথা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী তৈমুর রহমান তার পরিচারিকার সঙ্গে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।এই নিয়ে ওই সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ওই গৃহ পরিচারিকা।তার কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই ওই পরিচারিকা একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন।ওই মহিলার দাবি সন্তানটি ওই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর।কিন্তু ওই কর্মচারী কোন মতেই কন্যা সন্তানকে পিতৃত্বের

পরিচয় দিতে নারাজ।বুধবার সকালে ওই অসহায় পরিচারিকা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর বাড়ির সামনে তার নবজাতক কন্যা সন্তানটিকে ফেলে দিয়ে চলে যায়। আর এই ঘটনা সামনে আসাতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা জুড়ে।ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বাড়ির সামনে থেকে ওই নবজাতক কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় বলে খবর।ওই নির্যাতিতা মহিলা জানান,তার স্বামী প্রায় দুই বছর ধরে ভিন রাজ্যে কর্মরত ছিল।অভাবের সংসার।দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে এলাকারই এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী তৈমুর রহমানের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে কোনোরকমে দিন গুজরান করতেন।দারিদ্রতার সুযোগকে হাতিয়ার করে বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও টাকার প্রলোভন দেখিয়ে জোর করে ওই মহিলার সঙ্গে একাধিকবার যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তৈমুর বলে অভিযোগ। এর জেরে সে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন।সে সময় ওই মহিলা তৈমুরকে চাপ দিলে সে মহিলাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। এর কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই ওই মহিলা এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন।এরপর ওই কন্যা সন্তানের পিতৃত্বের স্বীকৃতির জন্য তিনি বারবার তৈমুর এর কাছে আবেদন নিবেদন করলেও তার কোন ফল মেলেনি।এদিকে ওই মহিলাকে তার স্বামী শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে জানা গিয়েছে।তিনি কয়েক মাস ধরে তার বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন। এই অসহায় অবস্থায় এদিন ওই মহিলা বাধ্য হয়ে ওই কন্যা সন্তানের বাবা তৈমুরের বাড়ির সামনে তার সন্তানকে সকালবেলা রেখে দিয়ে আসেন।বর্তমানে অভিযুক্ত তৈমুর রহমান পলাতক বলে জানা গিয়েছে।

সেট পরীক্ষা নিয়ে সব অভিযোগের কড়া তদন্ত দাবি এসআইও-র

আপনজন ডেস্ক:পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন পরিচালিত ২৫তম স্টেট এলিজিবিটি টেস্ট (সেট) পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কিছু সাংঘাতিক অভিযোগ উঠেছে। মুর্শিদাবাদে অবস্থিত প্রফঃ সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজের একজন শিক্ষক ভিডিও লাইভ করে সেই কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ঘুষের বিনিময়ে পরীক্ষার্থীদেরকে আলাদা কক্ষ প্রদান করে অসাধু উপায়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়ার চরম অভিযোগ তোলেন। কলেজের অধ্যক্ষও অভিযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কাগজপত্র সহ পুলিশের কাছে সেই অভিযোগকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে এফআইআর লিখিয়েছেন। অন্যদিকে কলেজ সার্ভিস কমিশন চেয়ারপারসনের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি অনলাইন মাধ্যমে দেখা গেছে যেখানে পরীক্ষার্থীদের মেডিকেল

সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাদেরকে আলদা সিক্ রুমের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যা নাকি পরীক্ষার কো-অর্ডিনেটর এবং পর্যবেক্ষক অনুমোদন করেছিলেন।
এদিন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাইদ মামুন বলেন, পশ্চিমবঙ্গ স্টেট এলিজিবিটি টেস্ট (সেট) -এর মত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কোনো রকম অন্যায়-অবিচার মেনে নেওয়া যায় না। বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ এসেছে যে পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষক পরীক্ষাঘরে ঢুকে কিছু পরীক্ষার্থীদের উত্তর বলে দিচ্ছেন। সাইদ মামুন আরও বলেন, “সত্য উৎঘাটনের জন্য নিরপেক্ষ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে স্বচ্ছ তদন্ত চালানো অত্যবশ্যক। রাজ্যের সকল পরীক্ষার্থীদের অবিচার থেকে রক্ষা করতে এবং পরীক্ষার সাথে যুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে কলঙ্কিত হওয়া থেকে মুক্ত করতে সকল অভিযোগকে গভীরভাবে খতিয়ে দেখে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত চালাতে হবে। নইলে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর রাজ্যবাসীরা আস্থা হারিয়ে ফেলবে।” সাথে তিনি ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ করিয়ে জানান যে, “অন্যায়ভাবে বা অসাধু উপায়ে পরীক্ষা দিয়ে সামান্য এগিয়ে গেলেও দিনের শেষে আমাদের কৃতকর্মের জবাব আমাদেরকে দিতেই হবে।”

জাতীয় উপভোক্তা দিবস পালন সিউড়িতে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ক্রেতাসুরক্ষা দপ্তর ও সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের এনসিসি বিভাগের উদ্যোগে বুধবার জাতীয় উপভোক্তা দিবস পালিত হয়। বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান সম্বলিত সহকারে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সিউড়ি শহর এলাকা জুড়ে। পদযাত্রা থেকে শ্লোগানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ক্রেতা সুরক্ষা আইনি বিষয়ক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পথচলতি মানুষদের ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক প্রচার পত্র বিতরণ করা হয়।পদযাত্রার শেষে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই একটি সেমিনার আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন অতিথিবৃন্দ।অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিল সিউড়ি প্রগ্রেশিভ এন্ড মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ তপন পরিচ্ছা ,ডিআরডিসি পক্ষ থেকে সুদীপ মজুমদার, অনুপম রায়, মুকুন্দ লাল মণ্ডল, নায়েব সুবেদার টি, কে যাদব, অধ্যাপক ল্যাফটেন্যান্ট ড. হেমন্ত সাহা. ল্যাফটেন্যান্ট ড. রমানন্দ রায়, পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক। এছাড়াও ছিলেন সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের লাইব্রেরিয়ান সুশান্ত রাহা সহ কলেজের প্রত্যেক বিভাগের অধ্যাপকরা।

প্রথম নজর

এখন থেকে একটা ওয়েবসাইটেই করা যাবে সৌদির সব ভিসার আবেদন

আপনজন ডেস্ক: সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার রিয়াদে ডিজিটাল গভর্নমেন্ট ফোরামে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটির ভিসা আবেদনের নতুন প্ল্যাটফর্ম উন্মোচন করেছে। কেএসএ ভিসা নামক এই প্ল্যাটফর্মে এখন থেকে দেশটির সকল প্রকার ভিসার আবেদন করা যাবে।

৩০টির বেশি মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সাইটটিতে হজ, ওমরাহ, পর্যটন, ব্যবসা ও কর্মসংস্থান, সকল প্রকার ভিসার আবেদন সহজেই করা যাবে বলে সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে।

গ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত ভিসা শনাক্তকরণের জন্য স্মার্ট সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে সাইটটিতে। এটি হচ্ছে কেন্দ্রীভূত পদ্ধতি যেখানে সৌদি আরবের ভিসার প্রয়োজনীয়তা ও আবেদন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া আছে। ব্যবহারকারীরা ভবিষ্যতে ভিসার আবেদন করার সুবিধার্থে ব্যক্তিগত প্রোফাইল তৈরি করে রাখতে পারবেন।

নতুন এই প্ল্যাটফর্মটিতে ব্যক্তির তথ্য ও দক্ষতা যাচাই করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

ইসরায়েলি জাহাজ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিল মালয়েশিয়া

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে আগ্রাসনের জেরে ইসরায়েলি জাহাজ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে মালয়েশিয়া। এমনকি দেশের বন্দরে ইসরায়েলের পতাকাবাহী কোনো জাহাজ প্রবেশ করতে না দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটি। খবর আলজাজিরার।

বুধবার এক সরকারি বিবৃতিতে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের কার্যালয় জানিয়েছে, গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় জিআইএম শিপিং কোম্পানির ওপর অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে 'গণহত্যা ও বর্বরতা' চালাচ্ছে। একই সময়ে মালয়েশিয়া বলেছে, তারা এখন থেকে দেশে ইসরায়েলের পতাকাবাহী জাহাজ নোঙর করতে দেবে না। এছাড়া 'ইসরায়েলগামী যে কোনো জাহাজে মালয়েশিয়ার বন্দরে পণ্য লোড করার ওপরও নিষেধাজ্ঞা' আরোপ করছে মালয়েশিয়া। এই উভয় নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। পৃথক প্রতিবেদনে মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম মালয় মেইল জানিয়েছে, মালয়েশিয়ার সব বন্দরে নোঙর করা থেকে ইসরায়েলভিত্তিক শিপিং কোম্পানি জিআইএমের মালিকানাধীন জাহাজের ওপর অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে বলে মালয়েশিয়ার সরকার ঘোষণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অবিলম্বে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে চলমান ক্রমাগত গণহত্যা ও বর্বরতার বিষয়ে ইসরায়েলের মৌলিক মানবিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আনোয়ার বলেন, ২০০২ সালে মালয়েশিয়ার মন্ত্রিসভা ইসরায়েল নিবন্ধিত কোম্পানিগুলোকে নোঙর করার অনুমতি দেয় এবং ২০০৫ সালে ইসরায়েলি নিবন্ধিত জাহাজগুলোকে মালয়েশিয়ায় নোঙর করার অনুমতি দেয়। তবে তিনি বলেন, আগের সেই সিদ্ধান্তগুলো এখন প্রত্যাহার করা হয়েছে। আনোয়ার আরো বলেন, ইসরায়েল অভিমুখী যে কোনো জাহাজের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়ার বন্দরগুলোতে পণ্য লোড করার বিষয়েও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মালয়েশিয়া। তিনি বলেন, মালয়েশিয়া নিশ্চিত যে, এই সিদ্ধান্ত চলমান বাণিজ্য কার্যক্রমকে প্রভাবিত করবে না।

গাজায় নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে মারা যেতে পারে বিপুল শিশু: ইউনিসেফ

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নিরাপদ পানির অভাবে মারা যেতে পারে বিপুলসংখ্যক শিশু। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথেরিন রাসেল এই আশঙ্কা করেছেন।

তিনি বলেছেন, নিরাপদ পানির অভাবে গাজায় মারা যাবে বিপুল সংখ্যক শিশু। বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু পানি প্রয়োজন, দক্ষিণ গাজার বাস্তুচ্যুত শিশুরা তা পাচ্ছে না। ফলে বঞ্চিত এসব শিশুর মধ্যে অনেকেই সামনের দিনগুলোতে মারা যাবে। রোগে ভুগবে।

অনিরাপদ উৎস থেকে এসব শিশু এবং তাদের পরিবার পানি নিয়ে তা ব্যবহার করছে। এই পানি উচ্চ মাত্রায় লবণাক্ত এবং দূষিত।

তিনি আরও বলেন, ডিসেম্বরের শুরুতে হাজার হাজার মানুষ ছুটে গিয়েছেন দক্ষিণের রাফা অঞ্চলে। এর অর্ধেকই শিশু। তাদের জন্য পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চরম মাত্রায় সংকটজনক অবস্থায়। সেখানে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা ডায়রিয়ায় গড়ে প্রতি মাসে যে পরিমাণ মারা যায় পানির সঙ্কটের কারণে সেই গড় এখন ২০ গুণ বেশি।

গাজা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের ভোট দ্বিতীয়বারের মতো স্থগিত

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভোট দ্বিতীয়বারের মতো স্থগিত করা হয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার এই ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এর আগে, সোমবার প্রথম দফায় ভোটাভুটি স্থগিত করা হয়।

বুধবার এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি জানায়, গাজায় ত্রাণ সরবরাহের জন্য সংঘাত বন্ধের লক্ষ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি খসড়া রেজুলেশনের ওপর ভোটাভুটি মঙ্গলবার টানা দ্বিতীয়বারের মতো স্থগিত করা হয়েছে।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র এখনো এই খসড়া রেজোলিউশনের বিষয়ে আশ্বস্ত নয়, মঙ্গলবার দিনের শেষের দিকে এই ভোট হওয়ার কথা ছিল। তবে স্থগিত হওয়ার পর এখন বুধবার নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা খসড়া প্রস্তাবের ওপর ভোট দেবেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের উত্থাপিত এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গাজায় তাৎক্ষণিকভাবে সব হামলা বন্ধ করতে হবে, বন্দিদের বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে এবং গাজার সাধারণ মানুষের কাছে বিপুল ত্রাণ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সংঘাতের সকল পক্ষকে অবশ্যই তাদের বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হবে তা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।

তবে গত সোমবার ভোট স্থগিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র যেন নতুন করে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো না দেয়– সেজন্য নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য দেশগুলোর কূটনীতিকরা সেদিন মার্কিন কূটনীতিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। মঙ্গলবারও দ্বিতীয়বারের মতো এই ভোটাভুটি স্থগিত করা হয়। মূলত যুক্তরাষ্ট্র এখনও এই খসড়া রেজোলিউশনের বিষয়ে আশ্বস্ত হতে পারেনি।

এর আগে, মঙ্গলবার জাতিসংঘে নিযুক্ত ডেপুটি মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট উড সাংবাদিকদের বলেন, সদস্যরা এখনও অন্যান্যদের সঙ্গে এই খসড়া রেজোলিউশন নিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, আমি শুধু বলতে পারি যে, আমরা এই ইস্যুতে এখনও কাজ করছি এবং আজ কী ঘটে তা আমরা দেখব। তবে এই মুহূর্তে আমি আপনাকে কেবল এটিই বলতে পারি।

গত ৯ ডিসেম্বর গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটি হয়। কিন্তু সেটিতে সঙ্গে সঙ্গে ভেটো দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এতে ইসরায়েল খুশি হলেও বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো মার্কিনিদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেই ভেটোর পর গাজায় বর্বরতা আরও বৃদ্ধি করে দখলদার ইসরায়েলি সেনারা। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো যুদ্ধবিরতির পক্ষে সরব হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফ্রান্সে বিতর্কিত শরণার্থী বিল পাশ

আপনজন ডেস্ক: এবার ফ্রান্সের পার্লামেন্টে দক্ষিণ পন্থিদের ভোট ছাড়াই পাশ হল নতুন বিল। এর ফলে দেশটির অভিবাসন আইনে কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আগের চেয়ে কয়েক গুণ কঠিন হলো ফ্রান্সের অভিবাসন আইন।

মঙ্গলবার যে শরণার্থী বিল পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে, সেখানে অভিবাসন সংক্রান্ত নিয়মে কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছে। এমনকি ছাড় দেওয়া হয়নি শিশুদেরও।

এই বিল নিয়ে আলোচনার সময় দলের ভিতরেই সমালোচিত হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ। তিনি দক্ষিণ পন্থিদের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছিলেন সেটিকে ঘিরেই এই সমালোচনা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে বিলটি পাশ করানোর সময় তিনি নিজের দল পাশেই দাঁড়িয়েছেন।

ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও মঙ্গলবার আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আইনটি নিয়ে পার্লামেন্টে তীব্র বিতর্কের আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ পন্থিদের সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিলেন তিনিও। মঙ্গলবার দৃশ্যত খুশিই দেখিয়েছে তাকে।

আইনটির খসড়া পার্লামেন্টে একাধিকবার বদলেছে। বামপন্থিদের বক্তব্য, অতি দক্ষিণ পন্থিদের চাপে বিলটি বার বার বদলানো হয়েছে। শরণার্থীরা রেসিডেন্সি পারমিট আগে যত সহজে এবং দ্রুত পেতেন, নতুন আইনে তা আর পাওয়া যাবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো দেশ থেকে আশা শরণার্থীর জন্য বহু নিয়ম এখনো আগের মতোই থাকবে। কিন্তু শরণার্থী ইইউ-র না হলে ফ্রান্সে হাউজিং বেনেফিট বা বাড়ি পাওয়ার অধিকার পেতে অন্তত পাঁচ বছর সময় লাগবে। মাইগ্রেশন কোটাও তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে শরণার্থী শিশুদের ফরাসি নাগরিকত্ব পেতে অসুবিধা হবে। শুধু তা-ই নয়, অবৈধ শরণার্থীদের সহজেই এই আইনের ফলে দেশ থেকে বার করে দেওয়া যাবে। ছাড় দেওয়া হবে না ১৪ বছরের নিচের ব্যক্তিদেরও।

বিলটি নিয়ে আলোচনার সময় থেকেই এনিয়ে তীব্র আন্দোলন হচ্ছে ফ্রান্সে। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, বিলটি পাশ হলেও তাদের আন্দোলন চলতে থাকবে।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রায় মার্কিন আদালতের

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কলোরাডো অঙ্গরাজ্যে লড়তে পারবেন না। কলোরাডো সুপ্রিম কোর্ট স্থানীয় সময় মঙ্গলবার এক ঐতিহাসিক রায়ে এই নির্দেশ দিয়েছে। রায় অনুসারে, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ট্রাম্প। সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কলোরাডো সুপ্রিম কোর্টের ৭ জন বিচারকের একটি বেঞ্চ ৪-৩ ভোটে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই রায় দেন। এ সময় তারা মার্কিন সংবিধানের 'বিদ্রোহ' সংক্রান্ত ধারাগুলোর আশ্রয় নেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে দেশটির সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর ধারা-৩ প্রয়োগ করে তাকে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য অনুপযোগী বলে ঘোষণা করা হলো। এর আগেও ট্রাম্পকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার আরজি জানিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের আদালতে আবেদন করা হয়েছিল কিন্তু সেসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

আগামী এক মাস পর ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই রায় কার্যকর হবে। এই সময়টুকু দেওয়া হয়েছে মূলত ট্রাম্পকে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ দেওয়ার জন্য। কলোরাডো সুপ্রিম কোর্টের এই রায় অন্য অঙ্গরাজ্যের জন্য প্রযোজ্য নয়। কলোরাডো সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্যাপিটল হিল হামলায় প্ররোচনা দেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের যে ভূমিকা ছিল, সেজন্যই তার বিরুদ্ধে এই রায় দেওয়া হয়েছে। যদিও ট্রাম্পের প্রচার টিমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে- চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুদ্ধবিরতির সংলাপে যোগ দিতে মিশর যাচ্ছেন হামাস প্রধান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় দ্বিতীয় দফার যুদ্ধবিরতি এবং ইসরায়েলের সঙ্গে জিম্মি বিনিময় প্রসঙ্গে আলোচনা করতে মিশর যাচ্ছেন হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়াহ। স্থানীয় সময় বুধবার তার কায়রোতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কায়রোতে হামাসের একটি উচ্চপর্যায়ে প্রতিনিধিদল এ সংলাপে অংশ নেবে এবং সেই দলটির নেতৃত্ব দেবেন ইসমাইল হানিয়া। এছাড়া মিশরের গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান আব্বাস কামেলের সঙ্গেও দেখা করবেন হানিয়া।

এবারের বৈঠকে অবরুদ্ধ গাজাবাসীকে মুক্ত করা, ইসরায়েলে বন্দী ফিলিস্তিনিদের মুক্তি, গাজায় ইসরায়েলি হামলার অবসান এবং হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করবেন নেতারা। এছাড়া গাজায় মানবিক সহায়তার বিষয়েও আলোচনা হবে ওই বৈঠকে।

এর আগে কাতারের মধ্যস্থতায় এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় হামাস ও ইসরায়েল। সেই চুক্তির মাধ্যমে ৮০ জিম্মিকে মুক্তি দেয় হামাস।

বিনিময়ে ২৪০ কারাবন্দি ফিলিস্তিনির মুক্তি নিশ্চিত করেছিল ওই স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠীটি।

এদিকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওস জানিয়েছে, হামাসের হাতে থাকা ইসরায়েলিদের মুক্ত করতে সোমবার ইউরোপে ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রধান নির্বাহী ডেভিড বার্নিয়া এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র পরিচালক বিল বার্নর্সের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মেদ বিন আবদুলরহমান আল থানি।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের অভ্যন্তরে অতর্কিত হামলা চালায় হামাস।

ওই দিন থেকেই গাজায় প্রতিশোধমূলক হামলা শুরু করে ইসরায়েল। গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৬৬৭ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। আর আহতের সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০২ মি.

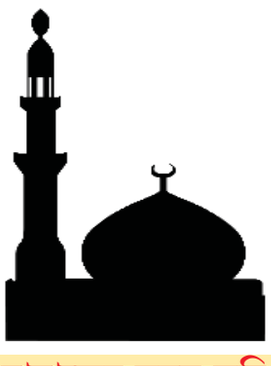

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৬	৬.১২
যোহর	১১.৪০	
আসর	৩.২১	
মাগরিব	৫.০২	
এশা	৬.১৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৪	

বছরের সেরা ভূ-রাজনীতিক পুতিন

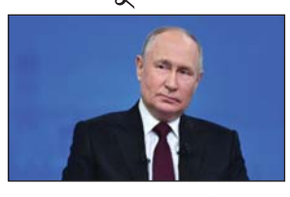

আপনজন ডেস্ক: ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের (ডব্লিউএসজে) বিশ্লেষক জেরার্ড বেকার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে 'বছরের সেরা ভূ-রাজনৈতিক' বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও ইলন মাস্কে তিনি বছরের সেরা ব্যবসায়ীর আখ্যা দিয়েছেন। খবর তাসের।

জেরার্ড বেকারের মতে, 'বছরের সেরা হলেন পুতিন, মাস্ক ও টেলর সুইফট এবং সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে মার্কিন অর্থনীতি।' তিনি বলেন, 'কিয়েভের বহুমুখী পাল্টা আক্রমণ স্থগিত হয়ে গেছে; জনাব পুতিনের অর্থনীতি পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাও থামাতে পারেনি; ইউরোপীয় সংকল্প ম্লান হয়ে যাচ্ছে;

যাত্রীবাহী বিমান তৈরির প্রথম কারখানা নির্মাণ করল ইরান

আপনজন ডেস্ক: প্রথমবারের মতো যাত্রীবাহী বিমান তৈরির কারখানা নির্মাণ করেছে ইরান। দেশটির বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার প্রধান মোহাম্মদ মোহাম্মাদি বখশ এ কথা জানিয়েছেন। মঙ্গলবার রাজধানী তেহরানে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অবকাশে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন তিনি।

মোহাম্মাদি বখশ বলেন, আজকে আমরা ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমাদের হাতে এখন যাত্রীবাহী বিমান তৈরির কারখানা রয়েছে। তিনি এই কারখানার নাম 'সি মোরগ' বলে ঘোষণা করেন। মোহাম্মাদি বখশ জানান, বিমান তৈরির এই কারখানা নির্মাণের সঙ্গে ইরানের সড়ক ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিল্প, খনি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যুক্ত ছিল।

ইরান ১৯৯০ সালের দিক থেকে যুদ্ধ বিমান তৈরি করে আসছে। এরইমধ্যে ইরান আজারাখ্শ এবং সাইকেহ নামে দুই ধরনের যুদ্ধবিমান তৈরি করেছে।

২০১৫ সালে ইরান দুই আসনবিশিষ্ট সাইকেহ বিমান তৈরি করে। এছাড়া, ২০২০ সালে ইরানের বিমান বাহিনী কাওসার নামে একটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ব্যবহারের জন্য হাতে পেয়েছে। এ বিমানও ইরানের বিশেষজ্ঞরা তৈরি করেছেন।

রুশবিরোধী যুদ্ধে ইউক্রেনের ৩ লাখ ৮৩ হাজার সেনা হতাহত

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেন যুদ্ধে এখন পর্যন্ত কিয়েভের তিন লাখ ৮৩ হাজার সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানিয়েছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু। পুরো যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়া এখন কর্তৃত্ব করছে বলেও তিনি জানান।

মঙ্গলবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে শোইগু বলেন, রাশিয়ার অভিযান শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ইউক্রেন ১৪ হাজার ট্যাংক, ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকেল এবং আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার হারিয়েছে। এর পাশাপাশি ৫৫৩টি যুদ্ধবিমান, ২৫৯টি হেলিকপ্টার এবং ৮৫০০ মর্টার ও রকেট লঞ্চার ধ্বংস হয়েছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দাবি করেন, রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ইউক্রেন যত সেনা হারিয়েছে তার অর্ধেক হারিয়েছে গত জুন মাসে কথিত পাল্টা অভিযান শুরুর পর থেকে। অথচ অনেক বেশি খরচের এই যুদ্ধে ইউক্রেনের সেনারা এক ইঞ্চি ভূমিও উদ্ধার করতে পারেনি যা সম্প্রতি কিয়েভ ও পশ্চিমা দেশগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন।

বৈঠকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ঘোষণা করেন- যে লক্ষ্য নিয়ে এই অভিযান শুরু হয়েছিল তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত মস্কো তার মিশন শেষ করবে না। তিনি বলেন, রাশিয়াকে পরাজিত করার বিষয়ে কিয়েভ এবং তার পশ্চিমা মদদ দাতাদের মধ্যে যে খায়েশ ছিল তার চুরমার হয়েছে।

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

আমাদের বৈশিষ্ট্য
ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)

- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৪৩ সংখ্যা, ৪ পৌষ ১৪৩০, ৭ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

শোষিত বিশ্ব

জোট বা ঐক্যের নিঃসন্দেহে গুরুত্ব রহিয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন অংশ লইয়া বিবিধ জোট তৈরি হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে নূতন নূতন জোট তৈরি হইতেছে। এমনই একটি জোটের সম্মেলনে বলা হইয়াছে যে, গুটিকয়েক সমৃদ্ধিশালী দেশ তাহারা নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করিয়া যাইতেছে। বিশ্বকে চালাইতেছে তাহাদের হাতের ইশারায়; কিন্তু আর বেশি দিন এই নিয়ম চলিতে দেওয়া যাইবে না বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে সেই সম্মেলনে। বিশ্বব্যবস্থার নিয়মের খেলাটা এখনই ঘুরাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন তাহারা।

বিষয়টিকে আমরা একটি তত্ত্বীয় জায়গা হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। প্রথম কথা হইল, কেহ কি অন্য কাহারো বশ্যতা মানিয়া লইতে চাহে? অন্যের অধীনে পদানত হইয়া থাকিতে চাহে? নিজের রিসোর্স অন্যের নিকট তুলিয়া দিতে চাহে? না, কখনই চাহে না। আসলে মানবসভ্যতা গড়িয়াই উঠিয়াছে অধিকতর শক্তিধরদের দ্বারা শাসিত হইবার মাধ্যমে। যখন মানুষ কোনো অস্ত্রের ব্যবহার শিখে নাই, তখনো মানুষ একে-অন্যের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি করিয়াছে। যখন একটি গোষ্ঠীর মাধ্যমে নূতনতর অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা সেই অস্ত্রের শক্তিতে অন্য গোষ্ঠীকে শাসিত করিয়াছে। এমনি করিয়া লৌহ, ব্রোঞ্জ, তাম্রযুগ আসিয়াছে, যাহারা বারুদের-কামানের কিংবা নূতন কোনো অভিনব যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার সর্বাগ্রে শিখিয়াছে, তাহারাই অন্যদের শাসন করিয়াছে। এইভাবেই যুগে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে উপনিবেশ। সেইগুলি কখনো সখনো হাতবদল হইয়াছে প্রবল যুদ্ধের মাধ্যমে। বারংবার বদল ঘটিয়াছে পৃথিবীর মানচিত্রের। যুদ্ধে কোনো না কোনো পক্ষ অবশ্যই লাভবান হয়; কিন্তু ক্ষতি হয় মানবসভ্যতার, মানবতার। তাহাতে অবশ্য বিজয়ীপক্ষের কিছু আসে যায় না। ইহা কোনো সস্তা আবেগের জায়গা নহে; কিন্তু আমরা অনেকে আবেগ দ্বারা তাড়িত হইয়া বলিয়া বসি–অনেক হইয়াছে, আর নহে, আর আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না। কথাটি এমন যেন–এতদিন আমরা ইচ্ছা করিয়াই শোষিত হইয়াছি, নিয়ন্ত্রিত হইয়াছি।

ইহা কি আমাদের অজ্ঞতা নহে? আসলে নিজেদের সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি? আমরা কি আমাদের সীমাবদ্ধতা বুঝিতে পারি? অনেকেই কিছুমাত্র বিদ্যা অর্জন করিয়া নিজেকে জ্ঞানের সমুদ্রে তালেবর বলিয়া মনে করেন। এই ক্ষেত্রে আমরা মহামতি সক্রেটিসের একটি ছোট্ট উক্তি স্মরণ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন–'সত্যিকারের জ্ঞান আমাদের সকলের নিকটই আসে, যখন আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা আমাদের জীবন, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে এবং আমাদের চারিপাশে যাহা কিছু আছে তাহার সম্পর্কে কত কম জানি।' সক্রেটিসের এই কথার মতোই বলিতে হয়–আমরা অজ্ঞ। আমাদের জ্ঞানচক্ষু সামান্যই খুলিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন–"অতএব সেই ব্যক্তি জ্ঞানী যিনি তাহার অজ্ঞতার 'রকম ও পরিমাণ' জানেন।" কিন্তু যাহারা নিজেকে জানেন না, তাহারা নিজের অজ্ঞতাও জানেন না। সুতরাং আমরা পুনর্বার উচ্চারণ করিতে চাই সেই বিখ্যাত উক্তি–'নো দাইসেল্ফ'–নিজেকে জানো। আমরা যদি আমাদের সীমাবদ্ধতা না বুঝি তাহা হইলে আমরা যাহা নই, নিজেদের তাহাই ভাবিব। ইহাই অজ্ঞতা।

ইহা ঠিক যে, আমরা কেহই শোষিত বা নিয়ন্ত্রিত হইতে চাহি না; কিন্তু আমাদের নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে কি? মহান সৃষ্টিকর্তাই আমাদের সম্মান প্রদান করেন; কিন্তু আমরা কি কখনো ভাবিয়া দেখিয়াছি–কেন তিনি সম্মান দেওয়ার পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহা আবার ফিরাইয়া নেন? ইহা বুঝিতে হইলেও সর্বপ্রথম নিজেকে জানিতে হইবে, নিজেকে বুঝিতে হইবে। নিজেকে জানাটা সাময়িক কোনো বিষয় নহে। বরং নিজেকে জানার নিরন্তর চেষ্টা মানুষকে আমৃত্যু করিয়া যাইতে হয়। মহামতি গৌতম বুদ্ধ এই ক্ষেত্রে বলিয়াছেন যে, 'নিজেকে তো বটেই মহাবিশ্বের যে কেহ আপনার অনুগ্রহ ও ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত না হন।' ইসলামের দৃষ্টিতেও বলা যায়–যে নিজেকে জানিল, সে তাহার রবকে জানিল। অর্থাৎ, নিজেকে না জানিতে সৃষ্টিকর্তাকেও জানা যায় না। এই সকল বুঝিতে হইলে নিজেকে নিজের 'সময়' দিতে হইবে, ধৈর্য ধারণ করিতে হইবে। সমাজ-রাজনীতি হইতে শুরু করিয়া ব্যক্তিজীবন–কোথাও ধৈর্যহারা হইলে চলিবে না।

যে কারণে ফিলিস্তিনিদের ঐক্য ভাঙতে পারবে না ইসরায়েল

ইসরায়েল একদিকে গাজায় হামলা চালাচ্ছে, অন্যদিকে তারা ফিলিস্তিনিদের নিজেদের মধ্যকার ঐক্যে চিড় ধরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা সাধারণ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে তাঁদের বোঝাতে চেয়েছে, এই প্রতিরোধ যুদ্ধে তাঁদের শামিল হওয়ার কোনো দরকার নেই। ফিলিস্তিনিদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে তাঁদের মধ্যে বিভাজনরেখা টানা এবং এর মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগী মানসিকতা সৃষ্টি করা ইসরায়েলের সরকারের বহু পুরোনো কৌশল। লিখেছেন ফরিদ তামাল্লাহ।

পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো ও রাজনীতিকেরা ৭ অক্টোবরের পর থেকেই গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধকে 'ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ' হিসেবে উল্লেখ করে আসছেন।

ইসরায়েল শুরু থেকেই বলে আসছে, তাদের এই যুদ্ধ মূলত হামাসের বিরুদ্ধে।

কিন্তু দুই মাস ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসরায়েল কোনো ধরনের বাছবিচার না করে গাজার স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, বেকারি, হাসপাতাল, জাতিসংঘের স্থাপনা, আবাসিক এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাচ্ছে; অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, আদতে তাদের লক্ষ্যবস্তু শুধু হামাস নয়।

ইসরায়েল একদিকে গাজায় হামলা চালাচ্ছে, অন্যদিকে তারা ফিলিস্তিনিদের নিজেদের মধ্যকার ঐক্যে চিড় ধরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা সাধারণ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে তাঁদের বোঝাতে চেয়েছে, এই প্রতিরোধ যুদ্ধে তাঁদের শামিল হওয়ার কোনো দরকার নেই।

ফিলিস্তিনিদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে তাঁদের মধ্যে বিভাজনরেখা টানা এবং এর মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগী মানসিকতা সৃষ্টি করা ইসরায়েলের সরকারের বহু পুরোনো কৌশল।

ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণ করতে কয়েক দশক ধরে ইসরায়েল সরকার নিরাপত্তার নামে তাঁদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

ফিলিস্তিনিরা যাতে ভবিষ্যতে কখনোই রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারেন, সে জন্য ইসরায়েল তাঁদের সামাজিকভাবে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করে গেছে।

'হামাসকে নির্মূল করার পর' ফিলিস্তিনিরা যাতে এক হতে না পারেন, সে বিষয়ে সম্প্রতি ইসরায়েলের নেতারা আলোচনা করেছেন। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের পশ্চিম তীর এবং গাজাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অভিন্ন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছেন। ইসরায়েল খুব ধূর্ততার সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আলাদা আলাদা শ্রেণি গড়েছে। কাউকে বেশি সুবিধা দিয়েছে, কাউকে কম সুবিধা ভোগ করতে দিয়েছে। কাউকে আবার দাসের মতো বানিয়ে রেখেছে। তবে ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করলেও চলমান এই যুদ্ধের কারণে সেই শ্রেণিবিভাজন দূর হয়ে যাচ্ছে।

এমনকি এই যুদ্ধের সময় বন্দিবিনিময় চুক্তিতেও গাজার হামাস গোষ্ঠী পশ্চিম তীর, জেরুজালেম এবং ১৯৪৮ সালের ইসরায়েলের দখল করে নেওয়া ভূমি থেকে আটক করা ফিলিস্তিনিদের মুক্তির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যে শ্রেণীকরণ ছিল, সেটি এখন আর কাজ করছে না। আদতেই ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে পড়া ফিলিস্তিনিদের নিজেদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করতে ইসরায়েল দীর্ঘদিন থেকেই নানা কৌশল অবলম্বন করে আসছে। যেমন যেসব ফিলিস্তিনির ইসরায়েলি নাগরিকত্ব রয়েছে, তাঁদের ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ ১৯৪৮ সালের ফিলিস্তিনি অথবা 'ইসরায়েলি আরব' বলে উল্লেখ করছে। একইভাবে তারা পূর্ব জেরুজালেম এবং পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদেরও 'ইসরায়েলি আরব' বলে উল্লেখ করে থাকে। অন্যদিকে গাজার ফিলিস্তিনিদের তারা বলে 'গাজাবাসী'।

২০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনির ইসরায়েলি নাগরিকত্ব রয়েছে এবং ১৯৪৮ সালের নাকবা থেকে এখন পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের পৈতৃক ভিটায় বসবাস করে আসছেন।

২০০৩ সাল থেকে ইসরায়েল সরকার একটি অস্থায়ী আদেশবলে ইসরায়েলি নাগরিকত্ব পাওয়া ফিলিস্তিনিদের এবং ইসরায়েলের দখলকৃত এলাকার ফিলিস্তিনিদের এক হওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে।

ইসরায়েলে বসবাসরত ফিলিস্তিনি নাগরিকদের সঙ্গে যাতে পশ্চিম তীর এবং গাজার ফিলিস্তিনিদের কোনো ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক সম্পর্ক না থাকতে পারে, সে জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৩ সালের আগেও ইসরায়েলে ফিলিস্তিনিদের স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়া এবং সেখানকার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে পশ্চিম তীর বা গাজার ফিলিস্তিনিদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি পেতে অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হতো।

ইসরায়েলে বসবাসরত কোনো ফিলিস্তিনি পশ্চিম তীর কিংবা গাজার ফিলিস্তিনি নাগরিককে বিয়ে করতে চাইলে ইসরায়েল সরকারের কাছে এর অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হতো। আবেদন করার পর সেই আবেদন গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সাধারণ গড় সময়সীমা ছিল পাঁচ বছর। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল জেরুজালেম দখল করে নেওয়ার আগে সেখানে যাঁরা বাস করতেন এবং এখনো বাস করেন, তাঁরা মূলত জেরুজালেমবাসী ফিলিস্তিনি। কিন্তু ইসরায়েলের আইন অনুযায়ী, সেখানকার ফিলিস্তিনিরা জেরুজালেমের 'বাসিন্দা'; নাগরিক নন।

এই 'বাসিন্দাদের' একটি নীল রঙের পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে, যার সাহায্যে তাঁরা সেখানে বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন। জেরুজালেম থেকে ইসরায়েল এবং পশ্চিম তীরে যাতায়াতের সময় সেই পরিচয়পত্র তাঁদের নিয়মিত দেখাতে হয়। এর বাইরে তাঁদের একটি জর্ডানিয়ান পাসপোর্ট এবং ইসরায়েলি ট্রাভেল ডকুমেন্ট রয়েছে। এটিকে ইসরায়েলিরা বলেন, 'লাইসেজ পাসার'। এটি দিয়ে তাঁরা বিদেশে যাতায়াত করতে পারেন; অর্থাৎ জেরুজালেমের ফিলিস্তিনিরা বিদেশে যাওয়ার সময় কোনো ধরনের ফিলিস্তিনি ডকুমেন্ট ব্যবহার করতে পারেন না।

জেরুজালেমে বসবাসকারী কোনো ফিলিস্তিনি জেরুজালেমের বাইরের কাউকে বিয়ে করলে তাঁকে নিয়ে সাধারণত জেরুজালেমে বসবাস করার অনুমতি পান না।

পশ্চিম তীরে যে ফিলিস্তিনিরা বাস করেন, তাঁদের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা একটি সবুজ পরিচয়পত্র রয়েছে। ১৯৪৮ সালের দখল করা ইসরায়েলি ভূখণ্ডে এবং জেরুজালেমে তাঁরা যেতে চাইলে তাঁদের পশ্চিম তীরের ইসরায়েলি বেসামরিক প্রশাসনের ইস্যু করা অস্থায়ী পারমিট নিতে হয়; অর্থাৎ ইসরায়েলের অনুমতি ছাড়া পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরাও নিজ এলাকার বাইরে যেতে পারেন না।

পশ্চিম তীরের এই ফিলিস্তিনিদের খুবই শক্ত শর্তে খুবই সীমিত পরিমাণে গাজায় যাওয়ার অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে গাজা এবং পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলের বিমানবন্দর ব্যবহার করে বিদেশে যেতে পারেন না। বিদেশে যেতে চাইলে তাঁদের অবশ্যই জর্ডানের সীমান্ত ব্যবহার করতে হয়। সেই সীমান্তও সরাসরি ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সর্বশেষ গাজার ২৩ লাখ ফিলিস্তিনিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হয়েছে।

২০০৭ সাল থেকে তাঁদের চারপাশ থেকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে সেখানকার হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

গাজার ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা একটি পরিচয়পত্র দেওয়া থাকে। গ্রিন লাইন অতিক্রম করে তাঁদের পশ্চিম তীরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তবে ইসরায়েলের দেওয়া বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে তাঁরা সেখানে যেতে পারেন। গাজার সঙ্গে লাগোয়া রাফা সীমান্ত দিয়ে মিসরের একটি যোগাযোগের পথ থাকলেও ২০০৭ সালে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ সেই সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। পশ্চিম তীর এবং গাজার বাসিন্দাদের ওপর ইসরায়েল অথবা জেরুজালেম ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা গাজায় এবং গাজার ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনোভাবে যাওয়া-আসা করতে পারেন না।

যদিও আইনগত কোনো বিধিনিষেধ নেই, তারপরও পশ্চিম তীরের কোনো ফিলিস্তিনি গাজার কোনো ফিলিস্তিনি নাগরিককে বিয়ে করতে পারেন না। দুই অঞ্চলের মধ্যে চলাচল করার জন্য ইসরায়েলি সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে অনুমতিপত্র নেওয়া লাগে, তার শর্ত হিসেবে আবেদনকারীকে বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কাছে জমা দিতে হয়। এই জন্মসংক্রান্ত তথ্যগুলো পরবর্তী সময়ে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী তাদের সামরিক কার্যক্রমে ব্যবহার করে এবং ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণের কাজে সেগুলো ব্যবহৃত হয়।

সেই বিশেষ পরিচয়পত্র বা ম্যাগনেটিক কার্ড পাওয়ার পর ফিলিস্তিনিদের নির্দিষ্ট সময় পর তা নিয়মিত নবায়ন করতে হয়। পরিচয়পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে ইসরায়েলি গোয়েন্দা এজেন্টদের অনুমতি নিতে হয়।

ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন তৈরি করার জন্য ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষ পশ্চিম তীর এবং গাজায় বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনিদের ভিআইপি কার্ড দিয়ে থাকে। মূলত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উচ্চ অবস্থানে থাকা মানুষেরা এসব ভিআইপি কার্ড পেয়ে থাকেন। ভিআইপি কার্ডধারীরা সহজেই ইসরায়েলে যেতে পারেন এবং ইসরায়েলের এয়ারপোর্ট ব্যবহার করে বিদেশে যাতায়াত করতে পারেন।

একইভাবে ইসরায়েল বিএমসি বা (বিজনেস ম্যানস কার্ড) নামের একটি আলাদা ধরনের পরিচয়পত্র ফিলিস্তিনিদের মধ্যকার বড় বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীদের দিয়ে থাকে। এই সুবিধাপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনিরা তেল আবিব বিমানবন্দর থেকে বিদেশে যাতায়াত করতে পারেন। খুবই সুচিন্তিতভাবে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন তৈরির লক্ষ্যেই কিছু ফিলিস্তিনিকে এ ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। এত চালাকি করার পরও ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন নষ্ট করতে পারেনি; বরং গাজায় নারী ও শিশুদের নির্বিচার হত্যার মাধ্যমে ইসরায়েল তার আসল চেহারা ফাঁস করে দিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে হামাস এবং ফাতাহ আন্দোলনের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও ফিলিস্তিনিদের বৃহত্তর স্বার্থের ইস্যুতে তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ একই অবস্থানে রয়েছে।

ফাতাহ এবং হামাসের মধ্যে যে ইসরায়েল বিভেদ ঘটাতে পারেনি, সেটি সম্প্রতি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর একটি বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সম্প্রতি গাজা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'গাজা হামাসাস্তানও হবে না, ফাতাহস্তানও হবে না।' তিনি বলেছেন, তিনি হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মধ্যে নীতিগত কোনো পার্থক্য দেখেন না। ৭ অক্টোবরের আগেও ফিলিস্তিনিরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে এক ছিলেন এবং এই হামলার পর তাঁদের সেই বন্ধন আরও জোরালো হয়েছে। তাঁরা প্রমাণ করছেন, ফিলিস্তিনি রক্তকে দখলদারের বুলেট দিয়ে আলাদা করা যাবে না।

মিডল ইস্ট আই থেকে ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

অ্যান্ড্রু সেলথ

মায়ানমারের জান্তা সরকার কি পতনের মুখে?

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে মায়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে জাতিগত তিনটি সশস্ত্র সংগঠন (এথনিক আর্মড অর্গানাইজেশন বা ইএও) দেশটির উত্তরাঞ্চলে বড় সামরিক অভিযান পরিচালনা করে সফলতা পেয়েছে। এ সাফল্যের পরপরই অন্যান্য জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন ও মিলিশিয়া গোষ্ঠী [এদের মধ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর গঠিত সশস্ত্র গোষ্ঠী পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস (পিডিএফএস)] রয়েছে মায়ানমারের পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে জোরদার লড়াই শুরু করেছে, যা দেশটির জান্তা সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছে। অনেককে বিস্মিত করে মায়ানমারের জান্তা সরকারের সেনাবাহিনী (তাতমাদো) একের পর এক বড় পরাজয়ের মুখে পড়েছে। অসমর্থিত সূত্রের খবর অনুযায়ী বিদ্রোহীদের আক্রমণে এ পর্যন্ত কমপক্ষে চারটি সামরিক ঘাঁটি, ৩০০টি সেনাচৌকি এবং বেশ কয়েকটি বড় শহরের পতন হয়েছে। চীন ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ও যোগাযোগের মূল পথটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভারী অস্ত্রসহ বিশাল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিদ্রোহীরা নিজেদের অধিকারে নিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ মায়ানমারের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা রিচার্ড হর্সি বলেছেন, এই বিজয়গুলো হলো '২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর সামরিক বাহিনীর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ'। সম্ভবত ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর মায়ানমারের কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে বড় আঘাত। এর ফলে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধে বড় কৌশলগত এবং ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটেছে।

এসব ঘটনা অবধারিতভাবে সংবাদমাধ্যমের খবর ও বিশ্লেষণে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিদ্রোহীদের সফলতা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, মায়ানমার 'বাঁকবদলের চূড়ান্ত সীমায়' পৌঁছে গেছে। জ্ঞানী-গুণী, সাংবাদিক ও আন্দোলনকর্মীরা দাবি করছেন, মায়ানমারের জান্তা সরকার 'মারাত্মকভাবে জখম', 'মরণফাঁদে আটকে গেছে' এবং এমনকি 'ভেঙে পড়ার একেবারে প্রান্তে' পৌঁছে গেছে। কিছু কিছু বিবৃতিতে এই দাবিও করা হচ্ছে, জান্তা সরকার দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছে। মার্কিন থিঙ্কট্যাংক কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, মায়ানমার সেনাবাহিনীর বিলুপ্তি ঘটছে, সেই প্রস্তুতি সরকার যেন নেয়। তাদের একজন বিশ্লেষকের ভবিষ্যদ্বাণী হলো, দেশজুড়ে যে ঝড় বইছে, তাতে ভেঙে পড়বে মায়ানমারের সেনাবাহিনী। নেপিদোতে সম্প্রতি জান্তা সরকারের মন্ত্রিসভা ও সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদে রদবদল এবং কয়েকজন দুর্নীতিগ্রস্ত জেনারেলের গ্রেপ্তারের ঘটনা উল্লেখ করে অনেক বিশ্লেষক বলছেন, মায়ানমারের জান্তা সরকার 'মরিয়া' হয়ে উঠেছে এবং ভেতরে-ভেতরে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট সতর্ক দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত 'মায়ানমারের সেনাবাহিনীর ধসে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকা'। অনেকে আবার এককদম এগিয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন, 'যুদ্ধোত্তর মায়ানমারের সেনাবাহিনীর ভবিষ্যৎ কী হবে, সেই পরিকল্পনা করার সময় এসেছে।' একজন শিক্ষাবিদ তো জাতিসংঘের হস্তক্ষেপই কামনা করেছেন। এটা সত্যি যে পিপলস ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসসহ মায়ানমারের জাতিগত সশস্ত্র সংগঠনগুলো উল্লেখ করার মতো সাফল্য পেয়েছে। এখন পর্যন্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে বিস্তর রাজনৈতিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে তারা অভূতপূর্ব সহযোগিতার নিদর্শন দেখাতে পেরেছে। এর ফলে তারা মায়ানমারের তিন ভাগের দুই ভাগ অঞ্চলে যৌথভাবে এবং সম্মিলিতভাবে অভিযান পরিচালনা করতে পারছে। তারা নাটকীয় ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। মায়ানমারের বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এত উচ্চমাত্রার সহযোগিতার সম্পর্ক সামরিক জান্তার সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্নের কারণ। মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর এত জনবল নেই যে একই সময়ে দেশের কয়েকটি জায়গায় তারা অভিযান পরিচালনা করতে পারবে। আবার ভ্রাম্যমাণ স্ট্রাইকিং ফোর্সকে সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠাতে না পারার ব্যর্থতা যে মায়ানমারের সেনাবাহিনীর দুর্বল জায়গা, সেটাও উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। সার্বিক বিবেচনায়, মায়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার খুব দ্রুত ধসে পড়বে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী করা ঠিক হবে না। কেননা খুব সীমিত তথ্য আর অসমর্থিত সূত্রের ওপর ভিত্তি করে এ ধারণা করা হচ্ছে। এর কিছুটা দূরবর্তী কল্পনা এবং কিছুটা শুভবুদ্ধিজাত। সন্দেহ নেই যে সামরিক জান্তা গভীরভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু তারা ভেঙে পড়বে, সেটা বলাটা আগাম হয়ে যাবে। সাম্প্রতিক অভিযানে সামরিক সরকার অনেক বড় ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে, কিন্তু এতে করে তাদের অস্তিত্বের হুমকি তৈরি হয়নি। অ্যান্টনি ডেভিস এশিয়া টাইমস-এ লিখেছেন, জান্তা সরকারের জন্য ভালো কোনো বিকল্প নেই। যাহোক এর অর্থ এই নয় যে সাম্প্রতিক পরাজয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ানো ও সংগঠিত হওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। অতীতে মায়ানমারের জেনারেলরা বিস্ময়কর বাস্তববাদিতা এবং সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও টিকে থাকার সক্ষমতা দেখিয়েছেন। তাদের সেই অন্তর্নিহিত শক্তিকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

সব সমস্যার পরও তাতমাদো এখনো শক্তিশালী। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সুপ্রশিক্ষিত। ফেডারেল ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে একত্র হওয়া বিরোধী দলগুলোর সামনে বড় বাধা তৈরি করার যথেষ্ট ক্ষমতা তাদের রয়েছে। সাম্প্রতিককালে যেসব ঘাঁটি বিদ্রোহীদের হাতে গেছে, সেগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট। তাতমাদোর কোনো ইউনিট এত সহজে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। সশস্ত্র বাহিনীকে দেখে মনে হচ্ছে, তারা এখনো যৌক্তিকভাবে অনুগত ও সংহত অবস্থায় রয়েছে। বাহিনীর ভেতরে অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা ও আরও বিষয় রয়েছে। কিন্তু শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার মতো কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নেই। যুদ্ধরত কোনো একটি প্রধান ইউনিটের মধ্যে এমন কোনো বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েনি কিংবা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে এমন কোনো অসংগত মতপার্থক্য তৈরি হয়নি, যাতে জান্তা সরকারের পতন ঘটতে পারে।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

নেশা মুক্ত সমাজ গঠনের ডাক ইমামদের

জাকির সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: রবিবার লালবাগ নেতাজি আবাস সভাকক্ষে অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নেশা দ্রব্য বর্জন, বাল্য বিবাহ রোধ ও সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সচেতনতা সভা।

এদিনের সচেতনতা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের রাজ্য ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দীন বিশ্বাস।

তিনি বলেন আমাদের সংগঠন রাজ্য জুড়ে শিক্ষা, স্বাস্থ, বাল্য বিবাহ রোধ, মদ ও নেশা মুক্ত সমাজ গঠন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মানুষদেরকে সচেতন করে চলেছে। ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন যুদ্ধ নয় শান্তি চাই ফিলিস্তিনিদের মুক্তি চাই।

আলোচনা শেষে সকল ইমাম মুয়াজ্জিনদের হাতে একটি করে শীতবস্ত্র ও ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও এদিন সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাব ডিভিশনের সভাপতি মাওলানা সাজারুল ইসলাম বলেন, সভাপতি মাওলানা সামসুজ্জোহা, মুফতি মিজানুর রহমান, হাফেজ সাইফুদ্দিন, কাউন্সিলর ফাহিম মির্জা, পুরোহিত প্রদীপ চক্রবর্তী, মেহেদী আলম, লুতফুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা মানারুল, মুফতি শাহাদাত হোসেন প্রমুখ।

বসিরহাটে তৃণমূলের ভোট-প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বুধবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সভা করল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস।

বসিরহাটের টাউনহলে দলীয় পদাধিকারীদের উপস্থিতিতে আওয়াজ ওঠে লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল বোটে জেতানোর। সভায় সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয় সময়ের অপেক্ষা। বিরোধী দলের কোনও অস্তিত্ব নেই এই অঞ্চলে। বসিরহাটের মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্জয় ঘাঁটি।

দমকলমন্ত্রী সুজিত বোসের কথায় উঠে আসে বাম আমলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসাবে লড়াইয়ের কাহিনী।

বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা হাড়োয়ার বিধায়ক হাজী সেখ নুরুল ইসলাম বলেন, মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা সবরকম ভাবে প্রস্তুত।

এদিনের এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, বসিরহাটের সাংসদ নুসরাত জাহান, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষী ব্যানার্জী, মিনাখাঁর বিধায়ক ঊষা রানী মন্ডল, বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মন্ডল,জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সেখ সাজাহান,জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মুকাদ্দিম, বসিরহাট পৌরসভার চেয়ারপার্সন অদিতি মিত্র, এটিএম আবদুল্লাহ সহ আরও অনেকে।

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: বুধবার বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস উদযাপন হল মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হল আররি বিভাগীয় দেওয়াল পত্রিকা। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। অতঃপর পর বরন করে নেওয়া হয় উপস্থিত অতিথিদের। অনুষ্ঠান উপস্থিস অতিথিগণ আরবি ভাষা সমন্বিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও আরবি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে আরবি কবিতা আবৃত্তি, আরবি ভাষায় বক্তৃতা ও আরবি ভাষায় কোরাস সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের কো-অর্ডিনেটোর ড. মেহেদী হাসান আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উজ্জ্বল দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর সমগোত্রীয় অন্যান্য ভাষার চাইতে আরবি ভাষার উন্নতি, প্রচার-প্রসার ও ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করেন। এদিনের অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. অচিন্ত্য সাহা, রেজিস্টার ডঃ মিনারুল হক, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগীয় কো-অর্ডিনেটোর ও গৌরবঙ্গ ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ডঃ মেহেদী হাসান, আলিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. সাইদুর রহমান, আলিয়া ইউনিভার্সিটি বাংলা বিভাগীয় প্রফেসর মির রেজাউল করিম, কালিয়াচক কলেজের প্রিন্সিপাল ড. নাজিবুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকগণ।

চরম অবহেলার শিকার দানবীর হাজি মহম্মদ মহসিনের সমাধিস্থল

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: বছর ছ'য়েক আগে 'গ্রিন সিটি' প্রকল্পে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকায় গড়া হয়েছিল চুঁচুড়ায় হাজি মহম্মদ মহসিনের সমাধিস্থল সংলগ্ন পার্কটি। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ইমামবাড়া পাশের সেই পার্ক এখন বেহাল। আগাছায় ভরেছে পুরো চত্বর।

ইমামবাড়া কমিটির সদস্য মির্জা সাজেদ আলি বলেন, "পার্ক পরিষ্কারের দায়িত্ব আমাদের হাতেই রয়েছে। তবে, পার্কের কাজ এখনও শেষ হয়নি। গোটা এলাকাটিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরার কাজ বাকি রয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। আশা করছি বাকি কাজটাও সম্পূর্ণ হবে। তারপরই পার্ক রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিতে জোর দেওয়া হবে।"

পুরপ্রধান অমিত রায় বলেন, "পার্ক পরিষ্কারের জন্য ইমামবাড়া কমিটির তরফে কোনও সাহায্যের আবেদন আমাদের কাছে আসেনি। আসলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।"

১৮১২ সালে প্রয়াত হন 'দানবীর' হাজি মহম্মদ মহসিন। ইমামবাড়া সদর হাসপাতাল, হুগলি মহসিন কলেজ, হুগলি মাদ্রাসা, ইমামবাড়া প্রভৃতি মহসিনের দানের জমিতেই তৈরি হয়েছে। মৃত্যুর পর ইমামবাড়ার কাছেই মহম্মদ মহসিনকে সমাধিস্থ করা হয়। এর পরে বিভিন্ন সময়ে তাঁর পরিবারের লোকজনকেও ওখানেই কবর দেওয়া হয়। পাশেই পার্কে এসে চক্ষু চড়ক গাছ তাঁর।

স্থানীয় এক যুবক বলেন, "এখানে পার্ক গড়ে তোলা হল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ হল না। চারদিক নোংরা-আবর্জনায় ভর্তি। এখন পার্কে কেউ বসতেও আসেন না।"

শেখ সোহেল নামে আর এক যুবকের অভিযোগ, পার্ক পরিষ্কার হয় না। সন্ধ্যার পর পার্কের ভিতর মদ-জুয়ার আসর বসে। স্থানীয় বাসিন্দা শাহানারা খাতুন বলেন, "বছরে একবার ওঁনার (মহসিন) যখন জন্মদিন হয় তখন একটু পরিষ্কার হয়, তারপর যেই কে সেই অবস্থা।

নার্সিংহোম সংগঠনের জেলা সম্মেলন বর্ধমানে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের সপ্তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বর্ধমান শহরের পৌরসভার অতিথি নিবাস পান্থশালায়। জেলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমানের সিএমওএইচ জয়রাম হেমরম, ডেপুটি সিএমওএইচ ২ সুবর্ণ গোস্বামী, ডেপুটি ১ জগন্নাথ মন্ডল, ডিটিও মৌটুসী ও ফায়ার অফিসার সুজিত দাস। অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত হয়েছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বিডিএর চেয়ারপার্সন কাকলি গুপ্ততা, জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ বিশ্বনাথ রায় সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানের সংগঠনের পক্ষে রাজ্য চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন, রাজ্য সম্পাদক কানাইলাল দাস ,সজল কর্মকার, অভিজিৎ মন্ডল , সৈয়দ আশরাফ আলী। প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের সপ্তম জেলা সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করতে পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক তারক নাথ ব্যানার্জি, জেলা সভাপতি আনিসুর মন্ডল ও কোষাধ্যক্ষ ফিরজুল হক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা সঠিক নিয়মে নার্সিংহোম চালানোর জন্য আহ্বান জানান। অবৈধ দালালদের থেকে মালিকদের সতর্ক করেন ।প্রতিটি বক্তা প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের সামাজিক কর্মকান্ডর ভুয়সী প্রশংসা করেন ।সংগঠনের রাজ্য চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন বলেন মা মাটি মানুষের সরকারের সাস্থ্য সাথী প্রকল্প রূপায়ণে সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাবেন । সম্মেলনে পূর্ব মেদিনীপুর কলকাতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা বীরভূম বাঁকুড়া থেকে সংগঠনের কর্মকর্তারা সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন।

'কাজ দাও, নইলে বিষ দাও' মিছিল বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: 'কাজ চাই কাজ দাও, নইলে মোদের বিষ দাও' স্লোগান তুলে বাঁকুড়া জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিজাস্টার ম্যানেজম্যান্ট এণ্ড আপদ মিত্র একতা মঞ্চের সদস্যরা। বুধবার ওই সংগঠনের সদস্যরা প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন হাতে 'অবিলম্বে সরকারী যেকোন দপ্তরে কাজের সুযোগ দেওয়া' ও 'কীট' দেওয়ার দাবি জানিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচী অংশ নেওয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিজাস্টার ম্যানেজম্যান্ট এণ্ড আপদ মিত্র একতা মঞ্চে জেলা সম্পাদক উত্তম গিরি, সদস্যা ডালিয়া ব্যানার্জীরা বলেন, বাঁকুড়া জেলায় ৩০০ জনকে আপদমিত্র প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে এক বছর পরেও কোন কাজের সুযোগ নেই। পার্শ্ববর্ত্তী জেলা গুলিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা কাজ পাচ্ছেন। এই অবস্থায় দাবি পূরণ না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানান।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না: গোপাল শেঠ

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের আবহে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর পৌরপ্রধান গোপাল শেঠের উদ্যোগে নব ওড়াকান্দি শ্রী শ্রী হরিচাঁদ গুরুচাঁদ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল বুধবার। বাংলাদেশে মতুয়াদের তীর্থভূমি ওড়াকান্দি মন্দিরের আদলে তৈরি হবে ওই মন্দির। এ দিন বাংলাদেশের ওড়াকান্দির জল, মাটি এনে বনগাঁর ১১ নম্বর ওয়ার্ডে নব ওড়াকান্দি মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বনগাঁ পৌরসভার সহযোগীতায় নব ওড়াকান্দি মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে এই মন্দির তৈরি করা হচ্ছে । মতুয়া ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে এ দিন পেট্রাপোল নোম্যান্সল্যান্ডে ওড়াকান্দির জল ও মাটি আনতে যান বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল শেঠ ।

এ দিন মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও মতুয়া নিশান উত্তোলন করেন মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংজ্ঞাধিপতি ও প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর, পৌর প্রধান গোপাল শেঠ সহ পৌরসভার কাউন্সিলাররা। উপস্থিত ছিলেন মতুয়া সাধু, গোসাঁই, দলপতিরা । গোপাল শেঠ বলেন, মতুয়াদের সম্মানার্থে ওড়াকান্দির জল ,মাটি এনে পৌরসভার সহযোগিতায় ওড়াকান্দি মন্দিরের আদলে মন্দির তৈরি করা হচ্ছে । যদিও বিজেপির দাবি মন্দির তৈরির মাধ্যমে মতুয়াদের মন পাওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল । অন্যদিকে মতুয়ারা বিজেপির সঙ্গেই থাকবে বলেও দাবি করেন বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল। মমতা ঠাকুর অবশ্য বনগাঁ পৌরসভার সহযোগিতায় মন্দির তৈরীর বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বিজেপির মন্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় জানান, 'এখানে আমরা ওড়াকান্দির জল, মাটি নিয়ে মন্দির করছি, রাজনীতি না ।

করণদিঘির বাজারগাঁওয়ে দুয়ারে শিবির

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য জুড়ে অষ্টম পর্যায়ে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার শিবির। মোট ৩৬ টি পরিষেবা নিয়ে ১৫ই ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে শুরু হয়েছে অষ্টম পর্যায়ের এই দুয়ারি সরকার শিবির। বুধবার বাজারগাঁও এক নম্বর পঞ্চায়েতে এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় যেখানে এলাকার জনসাধারণ জোরে সরকারের সুবিধার জন্য যায়। এদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বাউল গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বাজারগাঁও ১ নম্বর পঞ্চায়েতের দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন করা হয় বুধবার বেগুয়া হাই স্কুল মাঠে। এবারারের দুয়ারে সরকার শিবিরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন প্রকল্পের আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে। এবং দ্বিতীয় পর্বে পরিষেবা প্রদান করা হবে। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে

আদিবাসীদের বিশ্বাস বেড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর উপর: মন্ত্রী বুলুচিক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম পাহাড় এবং তরাই সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় আদিবাসীদের চা চাষের জন্য জমির পাট্টা বিলি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শুধু তাই নয় ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর আদিবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য প্রথম ভাতা করেছে রাজ্য সরকার। ফলে এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ওপর আদিবাসীদের বিশ্বাস ও ভরসা অনেকটাই বেড়েছে। বুধবার মালদায় আদিবাসীদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার আগে মালদা নিউ সার্কিট হাউসে এমনটাই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন ও অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক । সেখানে উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য প্রসেনজিৎ দাস মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এদিন বিকেলে মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর ব্লকে আদিবাসীদের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে আদিবাসী মন্ত্রী সহ উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং তৃণমূল দলের বিধায়কেরা।

এদিন আদিবাসী উন্নয়ন ও অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক বলেন, ৩৪ বছরের বাম জমানায় যে সুবিধা আদিবাসী মানুষেরা পান নি, তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি করে দিয়েছেন । আদিবাসী বয়স্করা ভাতা পাচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা স্টাইপেন পাচ্ছেন। এমনকি যেসব এলাকায় চা বাগান রয়েছে সেখানে রাজ্য সরকার জমির পাট্টা দিয়ে আদিবাসীদের চা উৎপাদনে উৎসাহিত করছে। দেশের অনেক রাজ্যই রয়েছে যেখানে আজও আদিবাসী বয়স্করা কোন সুযোগ-সুবিধা পান না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধার

স্কুলের শিক্ষকদের টিউশন বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার দাবি সহ তাদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে বুধবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরে ডিআই অফিসের সামনে বিক্ষোভ সামিল হলেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। এই দিন দুপুরে কৃষ্ণনগরে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি তারা একাধিক দাবি নিয়ে ডিআই এর কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির নদীয়া জেলার সভাপতি উত্তম কুন্ডু জানান, সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত বহু সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক বেআইনিভাবে প্রাইভেট টিউশন করে চলেছেন। ইতিমধ্যেই এই ধরনের একশো কুড়ি জন শিক্ষকের তালিকা তারা তৈরি করেছেন যা আজকের বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে জেলা শিক্ষা আধিকারিক (ডিআই) এর কাছে তাঁরা জমা দেবেন। তিনি জানান, সরকারি নির্দেশকে অবমাননা করে একাংশের স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার দাবি ছাড়াও অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করে যথাযথ শাস্তির দাবিতে ইতিমধ্যেই তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিকবার ডিআই এর কাছে আবেদন জানানো হলেও সঠিক কোন সুরাহা মেলেনি। আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা আধিকারিক কোনরকম তদন্ত না করেই ওইসব স্কুল শিক্ষকদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কথামতো অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অবিলম্বে ওইসব শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক জেলা শিক্ষা দপ্তর। না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তম আন্দোলনের পাশাপাশি অনশনে বসার কথাও এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে জানান তিনি।

দুয়ারে শিবিরে প্রদর্শনী

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: গোটা রাজ্যের সঙ্গে কেশপুর ব্লকেও হল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। চড়কা আকবরী উচ্চবিদ্যালয়ে মডেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মডেল ক্যাম্পের বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রদর্শনী। ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। আই লাভ দুয়ারে সরকার সেলফি জোনে উপভোক্তাদের সেলফি তোলার হিড়িক ছিল ভালোই। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে "আর নয় বাল্যবিবাহ" সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের ফ্লেক্স জুলজুল করছিল এই শিবিরে। এই মডেল ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন

রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের সচিব ডঃ সৌমিত্র মোহন(আই এ এস)। তাঁকে আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। তিনি এদিন কিছু উপভোক্তার হাতে ওবিসি শংসাপত্র তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের এ ডি এম মৌমিতা সাহা, কেশপুর বিডিও কৌশিস রায়, জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ, পঞ্চায়েত সচিব সেখ নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাস্তা তৈরি ঘিরে বিক্ষোভ কুলপিতে

ওবায়দুল্লাহ লস্কর ● কুলপি

আপনজন: প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা তৈরিকে ঘিরে নিম্ন মনের সরঞ্জাম ব্যবহারের অভিযোগ উঠল কুলপি বিধানসভার করঞ্জলী এলাকায়। সেই কারণে গ্রামবাসীরা বন্ধ করে দিল রাস্তার পিচ দেওয়ার কাজ। করঞ্জলি গ্রাম পঞ্চায়েতে দামোদরপুর থেকে ট্যাংরার চর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ অবস্থায় ছিল। নতুনকরে পিচ দিয়ে নির্মাণের জন্য টেন্ডার হয়।সেই মতো কাজ চলছিল।কিন্তু অভিযোগ রাস্তার পিচ দেওয়ার পরেই উঠে যাচ্ছে । তাই স্থানীয় বাসিন্দারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

বালি পাচারে ধৃত ছাপাখানার মালিক

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রমরমিয়ে চলছিল অবৈধ বালি পাচার। মূলত ময়ূরাক্ষী, অজয় নদী চর থেকে বালি পাচারের অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিনের। কোমর বেঁধে নেমেছিল জেলা প্রশাসনও। তারপরে বালি পাচার আটক করতে গিয়ে ধরা পড়লো প্রশাসনের হাতে বালির চালান নকলকারী। তিন হাজার টাকার চালান পাঁচশো টাকায়! রাস্তার পাশের দোকানে হাত গলিয়ে 'বালি' বললেই হুবহু আসল চালানের মতন ছাপ দেওয়া কাগজ মিলছিল এতদিন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই মঙ্গলবার গভীররাতে ময়ূরেশ্বর থানার কলেশ্বরে হানা দিয়ে একটি ছাপাখানা ও তার মালিককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।ঘটনার সূত্রপাত বছর দেড়েক আগে। সরকারি বালির চালান নকল করে তা বিক্রি করা হচ্ছিল কম দামে। দিব্যি কারবার চালাচ্ছিলেন কুনুটিয়া গ্রামের আলতামাস কবির মল্লিক। তাদেরকে আজ রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পি সি চেয়েছিলেন সরকারি আইনজীবী বিচারপতি তিন দিনের পি সি মঞ্জুর করেন।

সূচনা প্রমোশন কাউন্সিলের রাজ্য শাখার

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● নিউটাউন

আপনজন: উদ্বোধন হল "প্রমোশন কাউন্সিল ইন্ডিয়া"-র পশ্চিমবঙ্গ শাখার। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাটের হোলিডে ইন দরবারে এক অনুষ্ঠানে নতুন প্রকল্প উদ্বোধন হয়। ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ মঙ্গলবার উদ্বোধন অনুষ্ঠান টি হয়।

এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রমোশন কাউন্সিল ইন্ডিয়া-র কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান বিজয় কুমার, ডেপুটি চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজির, ডেপুটি চেয়ারম্যান রঞ্জন সরকার, উপদেষ্টা আর পি শর্মা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার চেয়ারম্যান দীপক গাঙ্গুলি, ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বোস, ডেপুটি ভাইস চেয়ারম্যান পৌলমী ঘোষ দাস, ডেপুটি ভাইস চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নস্কর, বিহার শাখার চেয়ারম্যান ত্রিপুরারী সিং প্রমুখ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তবলা বাদক গোবিন্দ বসু, সমাজকর্মী শেখ রাহানাতুল্লাহ প্রমুখ।

দাওয়াত الدعوة

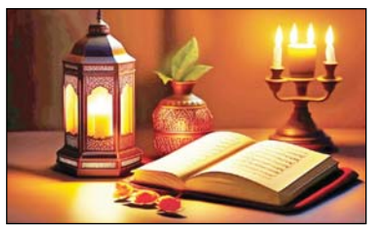

- রাসূল সা.-এর দেশপ্রেম
- নবীজি সা. এর প্রতি দরূদ পড়ার ফজিলত
- মুমিনের কুরআনময় জীবন
- ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩

রাসূল সা.-এর দেশপ্রেম

জীবনের তাগিদে মানুষ যেখানেই থাকুক, মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ও মুহাব্বত সবারই থাকে। এটা হলো নিজ দেশের প্রতি একটি মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আর নিজের মাতৃভূমিকে মুহাব্বত করা, ভালোবাসা একটি প্রাকৃতিক বিষয়। স্রষ্টাকর্তৃক একটি স্বাভাবিক মনোবৃত্তি।

রাসূল সা. নিজের দেশকে ভালোবেসেছেন। দেশপ্রেম একটি সুন্নাহ।

নবীজি সা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাতৃভূমি মক্কাকে মুহাব্বত করতেন, ভালোবাসাতেন। যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনা রওনা হোন, তখন মক্কাকে উদ্দেশ্য করে রাসূল সা. বলেন, 'মক্কা! তুমি কতোইনা পবিত্র শহর। আমার প্রিয় শহর। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি আমাকে তাড়িয়ে না দিতো, তাহলে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কোথাও থাকতাম না'। (ইবনে হিব্বান ৩৭০৯)

মক্কা থেকে হিজরত করে যখন নবীজি সা. মদিনা নিজের বাসস্থান বানালেন। তখন মদিনার বিষয়ে দোয়া করে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমার কাছে মক্কা যতোটা প্রিয় ছিল, এর চেয়ে বেশি প্রিয় আমার কাছে মদিনাকে বানিয়ে দাও'। (ইবনে হিব্বান ৫৬০০)

মদিনা নিজের দেশ বানানোর পর নবীজি সা. যখনি মদিনার বাহির থেকে মদিনার দিকে ফিরে আসতেন। তখন নবীজি সা. কী করতেন? এক হাদিসে আসছে, 'হুমায়দ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস রা.-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. সফর থেকে ফিরে যখন মদিনার উঁচু রাস্তাগুলো দেখতেন তখন তিনি তার উটনীকে মদিনার মুহব্বতে দ্রুতগতিতে চালাতেন তার বাহন অন্য জানোয়ার হলে তিনি তাকে তাড়া দিতেন'। (বুখারি ১৮০২ ১৬৮৫)

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, এ হাদিস মদিনার ফজিলতের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশকে মুহাব্বত করা ও তার প্রতি টান অনুভব করার বৈধতার প্রমাণও বহন করে। (ফাতহুল বারি-৩/৬২১, ১৮০২)

ইবনে বাত্তাল রহ. লিখেন, 'মদিনার মুহাব্বতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারী দ্রুতগামী করার কারণ হলো, কেননা, এটি তার দেশ। এতে তার পরিবার পরিজন ছিলেন। যারা লোকদের মাঝে তার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। স্বীয় দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং আন্তরিক টান অনুভব করা আল্লাহ তাআলা স্বভাবজাত বানিয়েছেন। যেমনটি নবীজী সা.-ও করেছেন। যাতে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। রাসূলুল্লাহ সা. প্রয়োজনীয় সফর শেষ হবার পর স্বীয় পরিবারের কাছে দ্রুত ফিরে আসার আদেশ করেছেন। (শরহে বুখারি লিইবনে বাত্তাল-৪/৪৫৩)

সুতরাং বুঝা গেল, নিজের মাতৃভূমি বা স্বীয় দেশকে মুহাব্বত করা, ভালোবাসা, তার প্রতি আন্তরিক টান অনুভব করা স্বভাবজাত বিষয়। রাসূল সা. নিজের দেশকে ভালোবেসেছেন। দেশপ্রেম একটি সুন্নাহ।

জুমার দিনে সূরা কাহাফ পাঠের ফজিলত

আপনজন ডেস্ক: সূরা কাহাফের সওয়াব বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত জুমার দিনে এ সূরা তেলাওয়াতের অনেক সওয়াব ও ফজিলত রয়েছে। সূরা কাহাফ পাঠকারীর জন্য জান্নাতে যাওয়ার নূর (আলো) হবে বলেও হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেমনভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবে পড়বে, তার জন্য কেয়ামতের দিন সেটা নূর (আলো) হবে। (শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং: ২২২১)

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে হেফাজত থাকবে। (মুসলিম, হাদিস নং : ৮০৯, আবু দাউদ, হাদিস নং: ৪৩২৩)

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যেমনভাবে নাজিল করা হয়েছে, সেভাবে যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ পড়বে, তার জন্য সেটা নিজের স্থান থেকে মক্কা পর্যন্ত আলো হবে এবং যে শেষ দশ আয়াত পড়বে, সে দাজ্জালের গণ্ডির বাইরে থাকবে এবং দাজ্জাল তার ওপর কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। (সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং : ১০৭২২)

বারা ইবনে আজেব রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাতে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলেন। তার কাছে দুটি রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। এরই মধ্যে একটি মেঘখণ্ড এসে তাকে ঘিরে ফেলে। এরপর যখন মেঘখণ্ডটি তার খুব কাছে চলে আসছিল, তখন তার ঘোড়া ছোটাছুটি করতে লাগল। সকালে ওই ব্যক্তি রাসূল সা.-এর কাছে এসে রাতের ঘটনা জানালেন। তিনি বললেন, ওটা ছিল সাকিনা (আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত), যা কুরআন তেলাওয়াতের বরকতে নাজিল হয়েছিল। (বোখারি, হাদিস নং : ৫০১১, ৩৬১৪; মুসলিম, হাদিস নং : ৭৯৫)

নাওয়াস ইবনে সাময়ান রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূল সা. বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দাজ্জালকে পাবে, সে যেন সূরা কাহাফের শুরুর অংশ পড়ে। (মুসলিম, হাদিস নং : ২৯৩৭; আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪৩২১; তিরমিজি, হাদিস নং : ২২৪১)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন।

আজান কেমন করে এল

ফেরদৌস ফয়সাল

আবু উমাইর ইবনে আনাস বরাতে তাঁর এক আনসারি চাচার বর্ণনা করা হাদিস আছে। তিনি বলেন, নবী সা. নামাজের জন্য লোকদের কীভাবে একত্র করা যায়, তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তা দেখে কেউ পরামর্শ দিলেন, নামাজের সময় হলে একটা পতাকা ওড়ানো হোক। সেটা দেখে একে অন্যকে সংবাদ জানিয়ে দেবে। রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে সেটা পছন্দ হলো না। কেউ কেউ প্রস্তাব করল, ইহুদিদের মতো শিঙাধ্বনি দেওয়া হোক। রাসুলুল্লাহ সা. সেটাও পছন্দ করলেন না। কারণ, রীতিটি ছিল ইহুদিদের। কেউ কেউ ঘণ্টাধ্বনি ব্যবহারের প্রস্তাব করলে তিনি বলেন, 'ওটা খ্রিষ্টানদের রীতি।' আবদুল্লাহ ইবনে জায়িদ বিষয়টি নিয়ে রাসুলুল্লাহ সা.-এর চিন্তার কথা মাথায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। এরপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) স্বপ্নে তাঁকে আজান শিখিয়ে দেওয়া হলো। পরদিন ভোরে তিনি রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম। এমন সময় এক আগন্তুক এসে আমাকে আজান শিক্ষা দিলেন।'

একইভাবে ওমর খাত্তাবও রা. ২০ দিন আগেই স্বপ্নযোগে আজান শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি তা গোপন রেখেছিলেন। এরপর (আবদুল্লাহ ইবনে জায়িদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলার পর) তিনিও তাঁর স্বপ্নের কথা নবী সা.-কে জানালেন।

নবী সা. বললেন, 'তুমি আগে বললে না কেন?'

ওমর খাত্তাব বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে জায়িদ এ নিয়ে আমার আগেই বলে দিয়েছেন। এ জন্য আমি লজ্জিত।'

রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, 'বিলাল, ওঠো। আবদুল্লাহ ইবনে জায়িদ তোমাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়, তুমি তা-ই করো।'

এরপর বিলাল রা. আজান দিলেন।

আবু বিশর বলেন, 'আবু উমাইর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আনসারদের ধারণা—আবদুল্লাহ ইবনে জায়িদ ওই দিন অসুস্থ না থাকলে রাসুলুল্লাহ সা. তাঁকেই মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করতেন।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৮)

ইসলামে প্রতি ওয়াক্তের এবং জুমার নামাজে যোগ দেওয়ার জন্য মুসল্লিদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আহবান জানানো হয়। আজান নামাজ পড়ার আহবান।কোরআনের সুরা মায়িদার ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা যখন নামাজের জন্য ডাকো, তখন তারা তাকে হাসি-তামাশা ও খেলার জিনিস বলে নেয়।' প্রার্থনার জন্য আহ্বান করতে খ্রিষ্টানরা ঘণ্টা বা কাঠের বাজনা ব্যবহার করত। ইহুদিরা শিঙা ফুঁকত। হজরত মোহাম্মদ সা. মদিনায় আজানের প্রবর্তন করেন। ইসলামে প্রথম মুয়াজ্জিন ছিলেন বিলাল ইবনে রাবাহ। ইসলাম ধর্মে প্রতিদিন পাঁচবার নামাজের জন্য আহবান করা হয়।

আজানে কী বলা হয়

আজানে 'আল্লাহু আকবার' চারবার, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' দুবার, 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' দুবার, 'হাইয়া আল্লাস সালাহ' দুবার, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' দুবার, আবার 'আল্লাহু আকবার' দুবার এবং সবশেষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার উচ্চারিত হয়। ফজরের নামাজের আজানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'র পর 'আস সালাতু খাইরুম মিনাননাউম' দুবার বলা হয়।

ফরজ নামাজের আগে ইমামের পেছনে দাঁড়ানোর পর মুয়াজ্জিন আবার আজান দেন। একে আকামত বলা হয়। আকামতে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'র পর 'কাদকামাতিস সালাহ' বলা হয় দুবার। আজান শুনলে শ্রোতা মনে মনে আজানের শব্দ বলবেন। 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ'র পরিবর্তে 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবেন।আজানে 'আল্লাহু আকবার' চারবার, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' দুবার, 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' দুবার, 'হাইয়া আল্লাস সালাহ' দুবার, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' দুবার, আবার 'আল্লাহু আকবার' দুবার এবং সবশেষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার উচ্চারিত হয়। ফজরের নামাজের আজানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'র পর 'আস সালাতু খাইরুম মিনাননাউম' দুবার বলা হয়।

ফরজ নামাজের আগে ইমামের পেছনে দাঁড়ানোর পর মুয়াজ্জিন আবার আজান দেন। একে আকামত বলা হয়। আকামতে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'র পর 'কাদকামাতিস সালাহ' বলা হয় দুবার। আজান শুনলে শ্রোতা মনে মনে আজানের শব্দ বলবেন। 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ'র পরিবর্তে 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবেন।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির সহজ সাত আমল

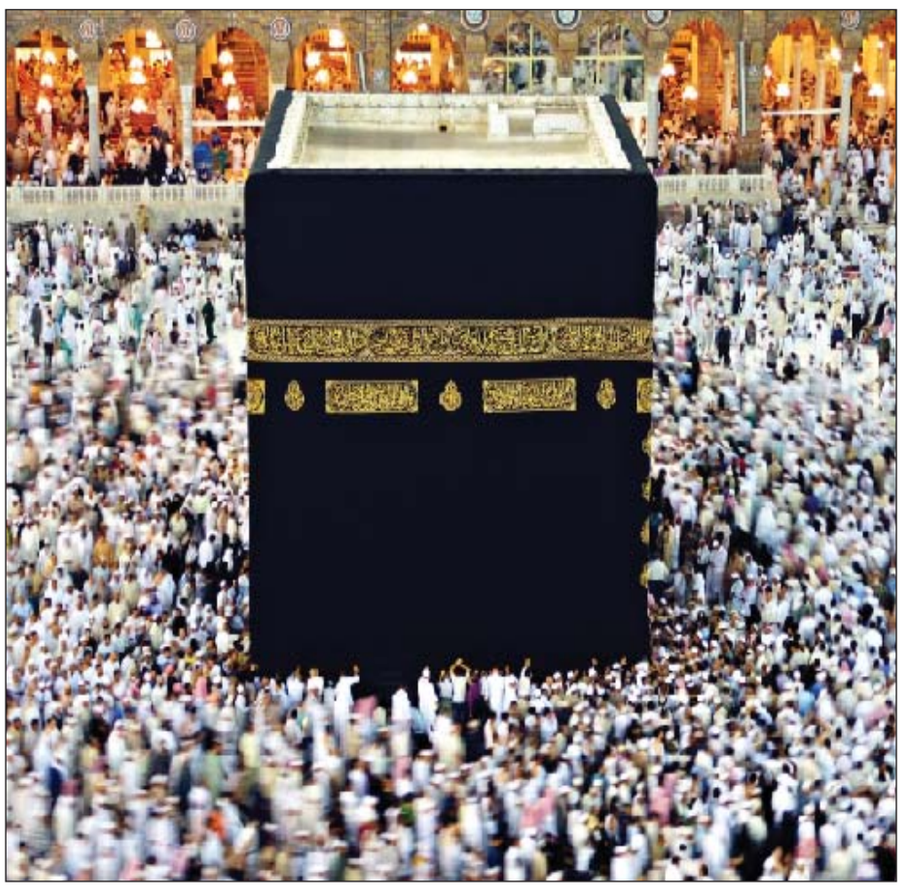

আপনজন ডেস্ক: মৃত্যুর মাধ্যমেই দুনিয়ার জীবনের সমাপনী আসে এবং আখেরাতের অনন্ত অসীম জীবনের সূচনা হয়। এ জীবনের দুটি অবস্থান। একটি জান্নাত, আরেকটি জাহান্নাম। তারাই হবে জান্নাতি যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ-নিষেধ মেনে কুরআন-হাদিসের আলোকে দুনিয়ার বুকে জীবনযাপন করেছে। আর যারা তা অমান্য করেছে তারাই জাহান্নামি। জাহান্নাম শাস্তির জায়গা ও দুঃখের কারাগার। তবে এমন কিছু আমল আছে, যা মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারে।

গিবতমুক্ত জীবনযাপন : কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশ করাকে গিবত বলে। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে গিবত খুবই জঘন্য ও নিন্দনীয় কাজ এবং কবিরা গেনাহ। তাই এ থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। গিবতমুক্ত জীবন গড়তে পারলে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। নবী কারিম সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত-সম্মান রক্ষায় সহায়তা করবে, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিনে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।' -সুনানে তিরিমিজি : ১৫২৮

দান-সদকা : ইসলাম এমন একটি জীবন-দর্শন, যার অন্যতম সৌন্দর্য হলো দান-সদকা ও মানব কল্যাণ। দান-সদকা মানুষের উত্তম বিনিয়োগ। নিয়মিত দান-সদকায় জান্নাতের নিশ্চয়তা লাভ হয়। হজরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, দানশীল মানুষ আল্লাহর অতিশয় কাছে থাকেন, মানুষেরও নিকটবর্তী ও জান্নাতেরও কাছে থাকেন। জাহান্নাম তার থেকে দূরে থাকে।' -জামে তিরমিজি : ৬৯৪

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন : আল্লাহর ভয়ে দু'ফোঁটা চোখের পানি ফেলতে পারা গোটা পৃথিবীর প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ও মুগ্ধতার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। যার মূল্য হচ্ছে কেয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি। চোখের পানির কত মূল্য! এই চোখের পানি আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। দুধ দোহন করার পর তা যেমন আর গাভীর ওলানে ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব। আল্লাহর পথে জিহাদের ধুলোবালি এবং জাহান্নামের আগুন কখনো একত্র হবে না।' -জামে তিরমিজি : ১৬৩৩

নামাজ আদায় : নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদত। হযরত হানজালা উসাঈদি রা. থেকে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথ পাবন্দির সঙ্গে আদায় করে, উত্তমরূপে অজু করে, সময়ের প্রতি খেয়াল রাখে, রুকু-সিজদা ঠিকমতো আদায় করে এবং এভাবে নামাজ আদায় নিজের ওপর আল্লাহর হক মনে করে, তবে জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দেওয়া হবে।' -আহমাদ : ৪/২৬৭

আয়াতুল কুরসি পাঠ : পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত হলো আয়াতুল কুরসি। এই আয়াতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নাম ও গুণাবলিসমূহ আলোচিত হয়েছে, আয়াতটি খুবই ফজিলতপূর্ণ। আয়াতুল কুরসি পাঠ করলে মানবজাতির অনেক কল্যাণ সাধিত হয় এবং বিভিন্ন বিপদ-আপদ থেকে বাঁচা যায়। হজরত রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে জান্নাতবাসী হবে।' -সুনানে নাসায়ি : ৫/৩৩৯

রোজা পালন : রোজা একটি কল্যাণকর ইবাদত। রোজা ইহকাল ও পরকালে মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। হজরত উসমান রা. বলেন, আমি হজরত রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, 'যুদ্ধের মাঠে ঢাল যেমন তোমাদের রক্ষাকারী, রোজাও তদ্রুপ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢাল।' -সুনানে নাসায়ি : ২২৩০

জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া : দোয়া আল্লাহতায়ালার কাছে চাওয়ার অপূর্ব ও অতুলনীয় মাধ্যম। দোয়া মুমিনের প্রাপ্তি ও মুক্তির হাতিয়ার। দোয়া একটি ইবাদত। হজরত রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তিন বার আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে, জান্নাত তখন বলে, হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যে ব্যক্তি তিন বার আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায়, জাহান্নাম তখন আল্লাহর কাছে বলে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন।' -জামে তিরমিজি : ২৫৭২

নবীজি সা.-এর প্রতি দরূদ পড়ার ফজিলত

মো. রুম্মান ওয়াহেদ

নবীজি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ শরিফ পাঠকারীর জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পাবাত্র কুরআনুল কারিমের বর্ণনা ও হাদিসের দিকনির্দেশনায় তা প্রমাণিত। মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা নিজেই তার প্রিয় হাবিব রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি দরূদ পড়ার দিকনির্দেশনা দিয়ে আয়াত নাজিল করেন এভাবে-

إِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অর্থ: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর (দরূদ ও সালাম পেশ কর)’। সূরা: আহজাব: আয়াত: ৫৬)

দরূদ পড়ার অনেক ফজিলত আছে, তবে দরূদ পাঠকারীর জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকেন। যতক্ষণ বান্দা দরূদ পড়তে থাকেন। হাদিসে পাকে এসেছে, আমের ইবনে রবিআহ রা. বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুতবার মধ্যে এ কথা বলতে শুনেছি, ‘আমার ওপর দরূদ পাঠকারী যতক্ষণ দরূদ পড়ে ততক্ষণ ফেরেশতারাও তার জন্য দোয়া করতে থাকে। সুতরাং বান্দার ইচ্ছা, সে দরূদ বেশি পড়বে না কম’। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা)

দরূদ শরিফ আরবি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

দরূদ শরিফ বাংলা উচ্চারণ

‘আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ; কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম; ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ; কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম; ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ’।

দরূদ শরিফ বাংলা অর্থ

‘হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে আপনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের ওপর বরকত দান করুন; যেভাবে আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী’। (বুখারি, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

এছাড়াও দরূদ পাঠে রয়েছে অনেক ফজিলত

> ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে’। (তাবারানি)

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কেয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরূদ পড়েছে’। (তিরমিজি)

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তার উপর ১০টি রহমত নাজিল করবেন, তার ১০টি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং ১০টি (রহমতের) দরজা খুলে দেওয়া হবে’। (মুসনাদে আহমদ, নাসাঈম মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা)

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে মুসলমানের দান করার সামর্থ্য নেই সে যেন দোয়ায় বলে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া সাল্লি আলাল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত’। এটা তার জন্য জাকাত (সদকা) হিসেবে গণ্য হবে’। (ইবনে হিব্বান)

সূরা মায়িদায় আল্লাহ্‌র নির্দেশনা

আপনজন ডেস্ক: সূরা মায়িদা পবিত্র কোরআনের পঞ্চম সূরা। ষষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়ার চুক্তির পর মদিনায় অবতীর্ণ। ১৬ রুকু, ১২০ আয়াত। এতে ধর্মীয়, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নির্দেশনা রয়েছে। হজের সময় হালাল-হারাম, অজু, গোসল ও তায়াম্মুম, মদ্যপান, জুয়া সম্পর্কে বিধান রয়েছে। মরিয়মপুত্র ঈসা ও হাওয়া বিবির উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা. সহচরদের যেমন সাহাবি বলা হয়, হজরত ইসা (আ.)-এর সহচরদের তেমনই বলা হয় হাওয়ারি। হাওয়ারিরা যখন হজরত ইসা (আ.)-কে বললেন, ‘আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি খাবারে ভরা দস্তরখান নাজিল করেন। ইসা (আ.)-এর দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করেন এবং তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নেন। সেই সঙ্গে এই ধমক দেন যে, কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তাকে কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে। ফলে দস্তরখান এই ঘটনা ও এই ওয়াদার প্রতীক হয়ে যায়। আর সূরাটিতে যেহেতু এই ঘটনা ও ওয়াদার কথা এসেছে, বা দস্তরখান নামেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

এই সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলো চুক্তি ও অঙ্গীকার পালন। এ ছাড়াও এসেছে হালাল-হারাম খাবার, পানীয়, শিকার ও জবাইকৃত পশু, বিয়ে ও পরিবার, কসম ও কাফফারা, ইবাদত, বিচার, দণ্ডবিধি ও সাক্ষ্য, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্কের রূপরেখা।

সূরাটিতে ইসলামি শরিয়াহর মূলনীতিগুলো—অর্থাৎ দীন, প্রাণ-জ্ঞান-বুদ্ধি, সম্মান ও সম্পদের সুরক্ষা ইত্যাদি—তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাণের সুরক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, মানুষের জীবন সংহার করা হারাম। বলা হয়েছে, ‘এ কারণেই বনি ইসরাইলের ওপর আমি এ বিধান দিলাম যে হত্যা বা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন তাতে পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণরক্ষা করলে সে যেন তাতে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল । তাদের কাছে তো আমার রসূলরা স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এরপরও পৃথিবীতে অনেকেই সীমালঙ্ঘনকারী রয়ে গেল।’ (আয়াত: ৩২)

সম্মান সুরক্ষা নিয়ে এ সূরায় বলা হয়েছে, ‘আজ তোমাদের জন্য সব ভালো জিনিস হালাল করা হলো। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল, আর তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য হালাল করা হলো। এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী। তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান করো বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়। যে-কেউ বিশ্বাস করতে অস্বীকার করবে তার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ (আয়াত: ৫)

কুরআনে বলা হয়েছে, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাশা ও খেলনা ভাবে তাদেরকে এবং অবিশ্বাসীদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। আর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে আল্লাহকে ভয় করো।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত ৫৫-৫৮,

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

মুসলমানদের প্রথম তরঙ্গে প্রায় ৬০ জনের মতো ছিলেন, যাদের সংখ্যা মক্কা এবং আশপাশের এলাকা থেকে হিজরতের পরবর্তী তরঙ্গের সাথে সাথে বেড়ে যায়।

সম্পর্ক পরিবর্তন

মুহাম্মদ সা: মানুষের মধ্যে একে অপরের সাথে সম্পর্ককে রূপান্তরিত করেছিলেন। প্রচলিত শত্রুতা এবং সন্দেহের পরিবর্তে নাগরিকত্ব ও বিশ্বাসের ওপর নির্মিত সম্পর্কের পথ তিনি প্রশস্ত করেছিলেন।

তিনি এটি করেছিলেন মদিনা সনদ নামে পরিচিত খসড়া তৈরি করে। সনদ বা সংবিধানটি তার যুগের ভাষায় লেখা হয়েছিল এবং এর কিছু অংশ এমনকি স্থানীয় আরবি ভাষাভাষীদের পক্ষেও বোঝা কঠিন ছিল। তবে এর ৫২টি নিবন্ধের শব্দভাণ্ডার পুরনো হলেও এটি তার সময়ের জন্য একটি লিখিত সামাজিক চুক্তির ধারণা হিসেবে বিপ্লবী ছিল এবং আজও তা অর্থবহ হিসেবে বিশেষ মূল্য বহন করে।

চলবে

এ দলিলে, মুহাম্মদ শহরের জনসংখ্যাকে ‘একক জাতি’ বলে ঘোষণা করেছিলেন, মদিনাকে মক্কার মতো একটি পবিত্র শহরে পরিণত করেছিলেন, মক্কার মতো যুদ্ধের সীমাবদ্ধতামুক্ত, সমগ্র জনসংখ্যাকে দায়ী করে তোলে। মদিনার নিরাপত্তা এবং সবার জন্য বিশ্বাসের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা।

নেতৃত্ব এবং নতুন বিজ্ঞানে, মার্গারেট হুইটলি যুক্তি দেন যে, ‘ঐতিহ্যগত নেতারা ভূমিকা এবং দায়িত্বের ওপর ফোকাস করলে, নতুন নেতারা মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলে যা সাফল্যের জন্য প্রকৃত শক্তি হয়ে ওঠে। ’

মদিনা সংবিধান শুধু এর প্রবন্ধগুলোর পাঠ্যের জন্যই নয়, পরবর্তীতে মদিনার জনগণের মধ্যে যে অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

শুধু নিয়ম এবং প্রবিধান একটি সফল রাষ্ট্র, কোম্পানি বা পরিবার তৈরি করে না। প্রতিটি বাসিন্দাকে তার গোত্রের চেয়ে বড় একটি সত্তার অন্তর্গত অনুভূতি অনুভব করতে হবে এবং মুহাম্মদ স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং পূরণ করেছেন মদিনার অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছ থেকেও তার শাসনের স্বীকৃতি নিশ্চিত করে এই প্রয়োজনের নেতৃত্ব দেন।

নেতৃস্থানীয় পরিবর্তন

মুহাম্মদ মদিনায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন : তিনি একটি কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নিরাপত্তা উন্নত করেছিলেন এবং জলাভূমিগুলোকে নিষ্কাশন করেছিলেন যেগুলো ম্যালেরিয়ার প্রজনন ক্ষেত্র ছিল, যেখানে তিনি তখন নির্মাণ করেছিলেন অভিবাসী পরিবারের জন্য আবাসন যারা আগে ঘুমাচ্ছিল মসজিদে বা অন্য পরিবারের সাথে অস্থায়ীভাবে থাকা।

বদরের যুদ্ধের পর মক্কার সাথে যুদ্ধে ঘোড়ার গুরুত্ব তুলে ধরার পর, মুহাম্মদ ঘোড়ার দৌড়ের জন্য জমি আলাদা করে দিয়েছিলেন এবং ঘোড়া কেনার জন্য লোকদের উৎসাহিত করেছিলেন।

তিনি শিক্ষা এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রচারও করেছিলেন, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন যারা মদিনার শিশুদের কীভাবে পড়তে এবং লিখতে শিখিয়েছিলেন।

(ক্রমশ...)

মুমিনের কুরআনময় জীবন

শরিফ আহমাদ

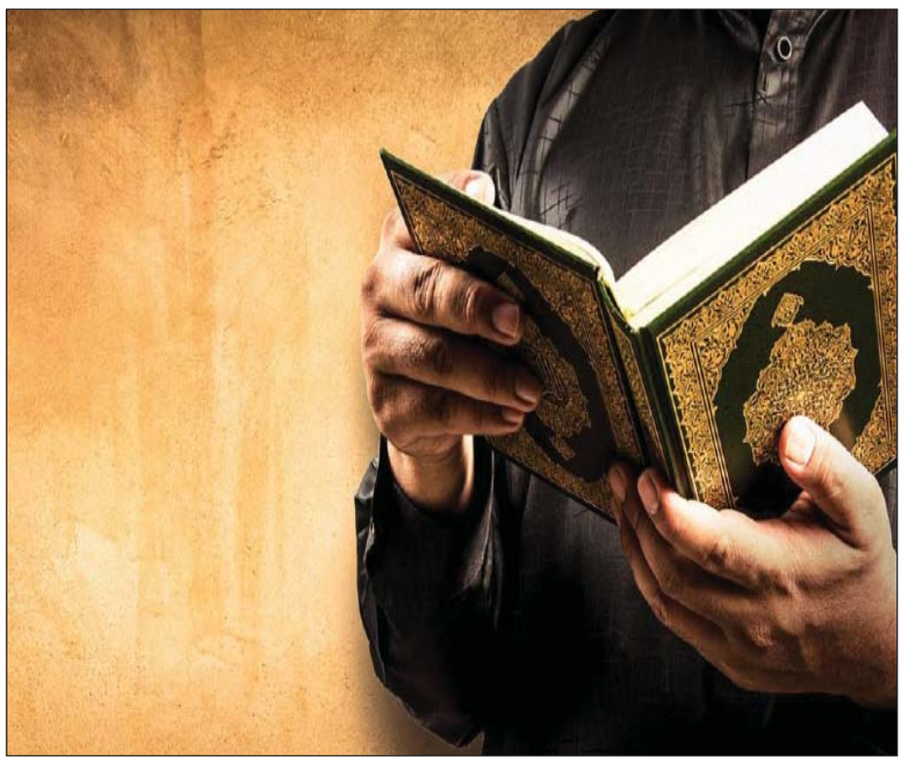

কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম একটি ইবাদত। এই ইবাদতে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তারা কারা? তিনি বলেন, কুরআন তিলাওয়াতকারীরাই আল্লাহর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২১৫)

কুরআন তিলাওয়াতকারীর দৃষ্টান্ত

হাদিসে কুরআন তিলাওয়াতকারীর দৃষ্টান্ত বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবু মুসা আশআরী রা. বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার উদাহরণ হচ্ছে ওই লেবুর ন্যায়, যা সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি (মুমিন) কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে এমন খেজুরের মতো, যা সুগন্ধহীন কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে রায়হানজাতীয় গুল্মের মতো, যার সুগন্ধ আছে কিন্তু খেতে বিস্বাদ যুক্ত ।

আর ওই ফাসিক যে কুরআন একেবারে পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে ওই মাকাল ফলের মতো, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোনো সুঘ্রাণও নেই। (বুখারি, হাদিস : ৪৬৫৪)

কুরআন মুখস্থকারীর ফজিলত

হাদিসে কুরআন মুখস্থকারীর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদিসে হাফেজদের ফেরেশতাদের শ্রেণিভুক্ত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আলী ইবনে আবু তালেব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং তা হিফজ করেছে, এর হালালকে হালাল বলে মেনেছে এবং হারামকে হারাম বলে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাআলা এর কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং সে তার পরিবারের এমন ১০ জনকে সুপারিশ করতে পারবে, যাদের প্রত্যেকের ওপর জাহান্নাম অবধারিত ছিল। (তিরমিজি, হাদিস : ২৯০৫; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২১৬)

কিয়ামতের দিন কুরআনের সুপারিশ

কিয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে আল্লাহর রহমত ও দয়ায় রেহাই পাওয়া যাবে। তাঁর অনুমতিক্রমে কুরআন সুপারিশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আবু উমামা বাহিলি রা. বলেন, আমি রাসুল সা.-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কেননা কিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীদের জন্য শাফায়াতকারী হিসেবে উপস্থিত হবে...। (মুসলিম, হাদিস : ১৭৪৭)

কিয়ামতের দিন কুরআনের ঝগড়া

রোজহাশরে কুরআন তার পাঠককে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে প্রয়োজনে ঝগড়া করবে।

আরশের ছায়ার নিচে বসার ব্যবস্থা করে দেবে। রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তিনটি জিনিস আল্লাহর আরশের নিচে স্থান পাবে। সে তিনটি জিনিস হলো : এক. কুরআনুল কারিম। কুরআন সেদিন বান্দার ব্যাপারে ঝগড়া করতে থাকবে। কুরআনের জাহের ও বাতেন দুটি দিক আছে। দুই. আমানত। তিন. আত্মীয়তা। আত্মীয়তা সেদিন উচ্চৈঃস্বরে বলবে, যে আমাকে মিলিয়ে রেখেছে আল্লাহপাক তাকে রহমতে সঙ্গে মিলিত করুন। আর যে আমাকে ছিন্ন করেছে আল্লাহপাক তাকে রহমত থেকে ছিন্ন করুন। (শরহুস সুন্নাহ, হাদিস : ৩৪৩৩)

কুরআন অবহেলার পরিণাম

কুরআন তিলাওয়াত করা, মর্মার্থ উপলব্ধি করা এবং আমল করাই প্রকৃত মুমিনের কাজ। কুরআন থেকে দূরে সরার কারণে দুনিয়ায় কখনো কখনো নেমে আসে লাঞ্ছনা। পরকালীন দুর্ভোগ তো আছেই। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, এই কুরআন (কিয়ামতে) সুপারিশকারী, তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। (কুরআন) সত্যায়িত প্রতিবাদী। যে ব্যক্তি তাকে নিজ সামনে রাখবে, সে ব্যক্তিকে সে জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাকে পেছনে রাখবে, সে ব্যক্তিকে সে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করবে। (ইবনে হিব্বান, হাদিস : ১২৪; সহিহ তারগিব, হাদিস : ১৪২৩)

মহান আল্লাহ আমাদের কুরআনময় জীবন দান করুন।

সূরা নিসার সার কথা

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র কুরআনের চতুর্থ সূরার নাম সূরা নিসা। নিসা মানে স্ত্রীজাতি। এই সূরায় ২৪ রুকু, ১৭৬ আয়াত। তৃতীয় হিজরিতে ওহুদের যুদ্ধের পর এটি অবতীর্ণ হয়। এতে উত্তরাধিকার এবং এতিমের অধিকার বর্ণিত রয়েছে।

পঞ্চম হিজরিতে মুসতালিকের যুদ্ধে পানির অভাব দেখা দিলে তায়াম্মুমের আদেশ জারি হয়। এ সূরায় মুসলমানদের চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূরায় নারীদের বিধানের বর্ণনা বেশি বলে এর নাম হয়েছে সূরা নিসা।

রাসুল সা. মদিনায় হিজরত করে আসার পর প্রাথমিক বছরগুলোতে সূরা নিসা নাজিল হয়। এর বেশির ভাগ অংশই নাজিল হয় বদরের যুদ্ধের পরে। মদিনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার পর নবগঠিত রাষ্ট্রের যাবতীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। মুসলমানদের নিজেদের ইবাদত, আচরণ ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে নানা বিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য শত্রুপক্ষ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করার চেষ্টা করছে। নিজেদের ভৌগোলিক ও ভাবগত সীমারেখা সংরক্ষণের জন্য মুসলমানরা সে সময় নিত্যনতুন সমস্যার মুখোমুখি। ঠিক এমন সময়ই সূরা নিসা নাজিল হয়।

নারী ও পরিবার হল একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক, কিন্তু একটি সুসংগঠিত ও প্রধান বুনিয়াদ। সূরাটিতে এ প্রসঙ্গে বিধান দেওয়া হয়েছে। জাহিলিয়া যুগে নারীদের প্রতি যেসব অবিচার চলত, সেগুলোর মূলোৎপাটন করা হলো। এ ছাড়া এমন বহু বিধিবিধান দেওয়া হলো, যার কারণে সূরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

সূরাটির সূচনায় তাকওয়া অর্জনের আহ্বান করা হয়েছে, আর পুরো সূরাব্যাপী তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নারীর অধিকারের কথা

প্রাপ্তবয়স্ক হলে এতিমদের অর্থসম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। তা আত্মসাৎ করা যাবে না। খারাপ মাল দিয়ে তাদের ভালো মাল নিজে নেওয়া যাবে না। এতিম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সম্পদের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য।

একসঙ্গে চারজন নারীকে বিয়ে করার সুযোগ থাকলেও শর্ত হচ্ছে স্বামীকে তাদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হতে হবে। তাদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করতে হবে। আর নিখুঁতভাবে তা না পারলে একজন স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সংসার করতে হবে।

মাওলানা রুমির স্মরণে কোনিয়ায় বর্ণাঢ্য আয়োজন

আপনজন ডেস্ক: ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (রহ.)-এর ৭৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর স্মরণে প্রতিবছর ১৭ ডিসেম্বর তুরস্কের কোনিয়া প্রদেশে তাঁর স্মরণে নানা আয়োজন করা হয়। এবারও ৭ থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা কালচারাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই বর্ণাঢ্য আয়োজনের শেষ দিন সুফি সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী আহমদ উজহানসহ তুরস্কের বিখ্যাত প্রসিদ্ধ শিল্পীরা।

এতে অংশ নেন তুরস্কের সংসদের স্পিকার নোমান কুরতুলমুস, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী মেহমেত নুরি আরসু, কোনিয়ার গভর্নর ওয়াহিদ উদ্দীন উজকানসহ আরো অনেকে।

আল্লামা জালালুদ্দিন মুহাম্মদ রুমি আনুমানিক ১২০৭ সালে বর্তমান আফগানিস্তানের বলখ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭ ডিসেম্বর ১২৭৩ সালে বর্তমান তুরস্কের কোনিয়ায় মারা যান।

বংশপরিক্রমায় তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি ছিলেন একজন কবি, আইনবিদ, সুফি তাত্ত্বিক ও আইনজ্ঞ।

তিনি সেলজুক রোমান শাসনামলে আনাতোলিয়ার বলখ শহরে বসবাস করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন পারস্যের কবি শামস আল-তাবরিজি।

মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কোনিয়ায় অনুষ্ঠিত ১০ দিনব্যাপী আয়োজনটি শব-ই-আরুস নামে পরিচিত, যার অর্থ বিয়ের রাত। কারণ আল্লামা রুমি তাঁর মৃত্যুর দিনকে ‘স্রষ্টার সঙ্গে পুনর্মিলন’ হিসেবে মনে করেন।

তা ছাড়া মৃত্যুর সংবাদ শুনে মুসলিমরা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করেন, যার অর্থ ‘আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব।’

নেইমার ভুল করেছেন, মেসির পাশে থাকা উচিত ছিল: সুয়ারেজ

আপনজ ডেস্ক: লিওনেল মেসি, নেইমার, সুয়ারেজ–একটা সময় এই তিনজন মিলে বার্সেলোনায় গড়ে তুলেছিলেন সময়ের অন্যতম সেরা আক্রমণভাগ। এই ত্রয়ী ভাঙে ২০১৭ সালে, ট্রান্সফার ফির বিশ্ব রেকর্ড গড়ে নেইমার সে বছর চলে যান পিএসজিতে। নেইমারের চলে যাওয়ার আগে ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ মৌসুম পর্যন্ত তিনজন মিলে দুটি লা লিগা, একটি চ্যাম্পিয়নস লিগসহ জিতেছেন ৯টি শিরোপা।
মেসি তো সেই ছোটবেলা থেকেই বার্সেলোনায়। ২০০৪ সালে তাঁর বার্সার মূল দলে অভিষেক হয়। আর নেইমার স্পেনের ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছেন ২০১৩ সালে। লিভারপুল থেকে সুয়ারেজ বার্সেলোনায় নাম লেখান ২০১৪ সালে।
ব্রাজিলের বিখ্যাত ক্লাব সান্তোস থেকে যোগ দেওয়ার পর থেকে বার্সেলোনার হয়ে দারুণ খেলছিলেন নেইমার। ফর্মের তুঙ্গে থাকা অবস্থায়ই বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে নাম লেখান।
তবে পিএসজিতে ৬ বছরে খুব একটা প্রভাব তিনি ফেলতে পারেননি। এ বছর সৌদি আরবের ক্লাবে নাম লেখানোর আগে পিএসজির হয়ে নেইমার ৫টি লিগসহ জিতেছেন ১৩টি শিরোপা। কিন্তু পিএসজির সমর্থক ও কর্তৃপক্ষের পরম আরাধ্য চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাতে পারেননি। ক্লাবটির হয়ে ১৭৩ ম্যাচে করেছেন ১১৮ গোল। মেসির আড়াল থেকে বেরিয়ে সেরা হতেই নেইমার বার্সেলোনা ছেড়েছেন, নেইমারের বার্সা ছাড়ার সময় শোনা গিয়েছিল এমনটাই। যদিও নেইমার প্রকাশ্যে তেমন কিছুই বলেননি। তা যে কারণেই বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে যান না কেন নেইমার, সেরাদের সেরা তিনি এখনো হতে পারেননি। এখনো জেতা হয়নি ব্যালন ডি'অরও। নেইমার ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে দুবার তৃতীয় হয়েছেন। দুবারই বার্সেলোনার হয়ে ভালো খেলে (২০১৫ ও ২০১৭)।
নেইমারের ব্যক্তিগত কোনো সেরার পুরস্কার না জেতার বিষয় নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন তাঁর সাবেক বার্সেলোনা সতীর্থ সুয়ারেজ। উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারের মতে, নেইমার বার্সেলোনা ছেড়ে ভুল করেছেন।
একটি ইউটিউব চ্যানেলে সুয়ারেজ বলেছেন, 'আমরা খুব ভালো বন্ধু ছিলাম। আমরা জানতাম, মাঠে যদি নিজেদের ভূমিকা ঠিকঠাকভাবে পালন করতে পারি, তাহলে আমরা বার্সেলোনাকে দুর্দান্ত একটি দল বানাতে পারব। আমরা একজন যদি ভালো নাও খেলতাম, বাকি দুজন পার্থক্য গড়ে দিতে পারতাম। সম্পর্কটা ছিল দুর্দান্ত।'
এরপরই সুয়ারেজ নেইমারের ভুলের কথাটা বলেন, 'আমরা ওকে বলেছিলাম, পিএসজিতে যাওয়াটা ভুল। নেইমার যদি সেরা হতে চাইত, তাকে লিওর পাশে থাকতে হতো। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এটা দলে একটা শূন্যতা তৈরি করেছে।'

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালেও থাকছেন না হলান্ড

আপনজ ডেস্ক: সবশেষ খেলেছিলেন গত ৭ ডিসেম্বর, প্রিমিয়ার লিগে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ম্যাচটায়। এরপরই জানা যায়, পায়ের হাড়ে চোট পেয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ড। তার পর থেকে সিটি সমর্থকদের অপেক্ষা, আবার কবে মাঠে ফিরবেন এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা?
শুরুতে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা বলেছিলেন, ক্লাব বিশ্বকাপ দিয়ে আবার মাঠে ফিরতে দেখা যাবে হলান্ডকে। কিন্তু গতকাল ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জাপানের ক্লাব উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসকে হারানোর পর গার্দিওলা নিশ্চিত করেন, ফাইনালেও হলান্ডের খেলার কোনো সম্ভাবনা নেই।
হলান্ডকে ছাড়াই সিটি মাঝে প্রিমিয়ার লিগে খেলেছে লুটন টাউন ও ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে। চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলেছে রেড স্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে, তারপর ক্লাব বিশ্বকাপ গতকালের সেমিফাইনালও।
এর মধ্যে লুটন, রেড স্টার বেলগ্রেড ও রেড ডায়মন্ডসকে হারালেও ড্র করেছে প্যালেসের সঙ্গে। প্রিমিয়ার লিগে সবশেষ ৬ ম্যাচ থেকে মাত্র ৭ পয়েন্ট পাওয়া সিটির স্কোয়াডে অনেক দিন ধরেই নেই চোটের পর পুনর্বাসনে থাকা কেভিন ডি ব্রুইনা। এ সময় হলান্ডকে হারিয়ে ফেলাও একটা বড় ধাক্কা ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের জন্য।
ক্লাব বিশ্বকাপে অবশ্য হলান্ডকে লাগার কথার না সিটির। গতকাল সেমিফাইনালেও যেমন হলান্ডকে ছাড়াই উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতেছে সিটি। রেড ডায়মন্ডস একটা আত্মঘাতী গোল করার পর সিটির হয়ে বাকি দুটি গোল করেন মাতেও কোভাচিচ ও বের্নার্দো সিলভা।
আগামী শুক্রবার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামের ফাইনালে সিটি খেলবে কোপা লিবের্তাদোরেস চ্যাম্পিয়ন ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে। ওই ম্যাচ সামনে রেখে দলের খেলোয়াড়দের চোটের অবস্থা জানাতে গিয়ে গতকাল গার্দিওলা বলেন, 'কেভিন (ডি ব্রুইনা) আমাদের সঙ্গে গতকাল অনুশীলন করেছে, আগামীকালও করবে। তবে সে তিন মাস ধরে মাঠের বাইরে। সুতরাং তার ফাইনালে খেলা হচ্ছে না। আর্লিং (হলান্ড) এখনো অনুশীলনই শুরু করতে পারেনি।' তার মানে ফাইনালে হলান্ডও থাকবেন না। সিটি প্রিমিয়ার লিগে পরের ম্যাচটা খেলবে ২৮ ডিসেম্বর, এভারটনের মাঠে। ওই ম্যাচের আগে হলান্ড পুরো ফিট হতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

৮ কোটি ৪০ লাখে ধোনির দলে সুযোগ পাওয়া রিজভি

আপনজন ডেস্ক: রবিচন্দ্রন অশ্বিন ক্রিকেটটা ভালোই বোঝেন, সেটা সবাই জানেন। শুধু ক্রিকেটই নয়, ক্রিকেটারদের সম্পর্কেও তাঁর জানাশোনা কম নয়। আইপিএল নিলাম শুরুর আগের দিন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ২০ বছর বয়সী সামির রিজভি আইপিএলে দল পাবেন বলে দাবি করেছিলেন। স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, ভালোই দামেই বিক্রি হবেন এই তরুণ। আইপিএল নিলামে হয়েছেও তাই। ২০ লাখ ভিত্তিমূল্যের এই ক্রিকেটারকে ৮ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস।
চেন্নাইতে মহেন্দ্র সিং ধোনি ও স্টিভেন ফ্লেমিংয়ের মতো মাস্টারমাইন্ড আছেন। নিশ্চয়ই রিজভির মধ্যে এমন কিছু তাঁরা দেখেছেন, যে কারণেই কাড়ি কাড়ি অর্থ ঢেলেছেন। আর শুধু চেন্নাই নয়, দিল্লি ক্যাপিটালস, গুজরাট টাইটানসের মতো নিলামে তাঁকে পাওয়ার জন্য মরিয়া ছিল।
রিজভিকে পেতে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছে চেন্নাইকে। কে এই রিজভি? তাঁকে পাওয়ার জন্য দলগুলো কেন এত মরিয়া?
রিজভি যে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য আদর্শ ক্রিকেটার হতে পারেন, সেই আঁচ পাওয়া যায় অশ্বিনের কথাতেই। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেছিলেন, 'অন্য একজন ক্রিকেটার যে অবশ্যই ডাক পাবে, অবশ্যই বিক্রি হবে, দাম জানি না, তবে সর্বনিম্ন তিন-চার কোটিতে বিক্রি হবে, সে হলো উত্তর প্রদেশের সামির রিজভি।'
অশ্বিন এতটা নিশ্চিত ছিলেন রিজভির পারফরম্যান্সের কারণে। চলতি বছর উত্তর প্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগে ২টি শতকসহ ৯ ম্যাচে রান করেছেন ৪৫৫। রান

করেছেন ৫০.৫৬ গড়ে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে স্ট্রাইকরেট, সেটাও রিজভির নজরকাড়া। এই টুর্নামেন্টে ১৮৮.৮ স্ট্রাইকরেটে রান করেছেন তিনি।
টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ৩৫টি ছক্কাও এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। এমন দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট কাটানোর পর তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ট্রায়ালের সুযোগ পান তিনি। যদিও উত্তর প্রদেশের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের খেলা থাকায় ট্রায়ালে যাওয়া হয়নি তাঁর।
রিজভি চলতি বছর উত্তর প্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগে ৯ ম্যাচে রান করেছেন ৪৫৫
লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই রাজস্থানের বিপক্ষে ৬৫ বলে ৯১ রানের ইনিংস খেলেন রিজভি। সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে দলকে তোলেন ফাইনালে। ফাইনালে ২০ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার করেন ৫০ বলে ৮৪ রান। চ্যাম্পিয়ন হয় উত্তর প্রদেশ।
সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে ৭ ম্যাচ খেলেছেন রিজভি। ৬৯.২৫ গড়ে ২ অর্ধশতকে তাঁর রান ২৭৭। স্ট্রাইকরেট প্রায় ১৪০। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট ব্যাট হাতে ক্রিজে নেমে সময় নিতে পছন্দ করেন না রিজভি।
পাওয়ার হিটিং এই তরুণ ব্যাটসম্যানের বিশেষত্ব। হয়তো এই কারণেই তাঁকে পাওয়ার জন্য এত মরিয়া ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো।
ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ব্যবহারের নিয়মের কারণেও এই ধরনের ক্রিকেটারদের কার্যকারিতা বেড়েছে। কে জানে, ধোনি তাঁকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবেই ব্যবহার করেন কি না!
অনাভিষিক্ত শুভম দুবেকে দলে নিতে নিলামে ৫ কোটি ৮০ লাখ রুপি খরচ করেছে রাজস্থান রয়্যালস। ২৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারও ঘরোয়া ক্রিকেটে পাওয়ার হিটিংয়ের জন্য আলোচিত। চলতি মৌসুমের সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে ১৮৭.২৮ স্ট্রাইকরেটে তিনি রান করেছেন ২২৫।
দল পেয়েছেন আরেক তরুণ ব্যাটসম্যান কুমার কুশাগরা। ৭ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তাঁকে দলে নিয়েছে দিল্লি। ঝাড়খন্ডের এই ক্রিকেটার লিস্ট 'এ' ম্যাচ খেলেছেন ২৩টি আর টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ১১টি। চলতি মৌসুমে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে সময়টা খুব একটা ভালো যায়নি তাঁর। এরপরও এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের ওপর ভরসা রেখেছে দিল্লি।

ডি জর্জির সেঞ্চুরিতেই ভারতের হার

আপনজন ডেস্ক: ১১৬ রানে অলআউট। ঘরের মাঠে যা ওয়ানডেতে সর্বনিম্ন। এরপর ৮ উইকেটে হার। দুদিন আগে জোহানেসবার্গের অনুষ্ঠিত প্রথম ওয়ানডেটা দক্ষিণ আফ্রিকা মনে রাখতে চাইবে না নিশ্চিত। তবে পরের ম্যাচেই দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়াল দলটি। আজ পোর্ট এলিজাবেথে ভারতকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে প্রোটিয়ারা।
দক্ষিণ আফ্রিকান বোলাররা ভারতকে অলআউট করে দেয় ২১১ রানে। ওপেনার টনি ডি জর্জির প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরিতে রানটা ৭.৩ ওভার হাতে রেখেই পেরিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।
২৬ বছর বয়সী ওপেনার এর আগে খেলা তিনটি ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ২৮ রান করেছিলেন এই সিরিজেরই প্রথম ম্যাচে। বাঁহাতি ব্যাটসম্যান আজ দলকে জিতিয়ে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ১১৯ রানে। ১২২ বলের ইনিংসে ৯টি চার ও ৬টি ছক্কা মেরেছেন রিজা হেনড্রিকসকে নিয়ে উদ্বোধনী জুটিতে ১৩০ রান করা ডি জর্জি। ৮১ বলে ৫২ রান করেছেন আগের

ম্যাচে শূন্য রান করা হেনড্রিকস। তাঁর বিদায়ের পর উইকেটে আসা রেসি ফন ডার ডুসেন ৫১ বলে করেন ৩৬ রান।
এর আগে ভারতের ইনিংসে ফিফটি পেয়েছেন সাই সুদর্শন ও লোকেশ রাহুল। আগের ম্যাচে ওয়ানডে অভিষেকে ৫৫ রান করা তরুণ ওপেনার সুদর্শন আজ করেছেন ৬২ রান। ৮৩ বলের ইনিংসে ৭টি চার ও ১টি ছক্কা মেরেছেন ২২ বছর বয়সী এই বাঁহাতি। ৪৬ রানে ২ উইকেট হারানোর পর উইকেটে আসা অধিনায়ক রাহুল ৬৪ বলে করেন ৫৬ রান। সুদর্শনকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ৬৮ রান যোগ করেন রাহুল।
ভারতের আর কোনো ব্যাটসম্যান ২০ রানও করতে পারেননি। ফল, নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ২১১ রানে অলআউট হওয়া।
সুদর্শন ১১৪ রানে ফিরে যাওয়ার পর রাহুল টিকে ছিলেন ৩৬তম ওভার পর্যন্ত। দ্বিতীয় ম্যাচ খেলা দক্ষিণ আফ্রিকান বাঁহাতি পেসার নানদ্রে বার্গারের তৃতীয় শিকার হয়ে রাহুল যখন ফেরেন ৩৫.৪ ওভারে ভারতের স্কোর ১৬৭/৫। এরপর আর ৪৪ রানই যোগ করতে পারে সফরকারীরা।
২৮ বছর বয়সী বার্গার ম্যাচের প্রথম ওভারে ফিরিয়েছিলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে। ১২তম ওভারে তিলক বর্মাকে আউট করে দ্বিতীয় উইকেট পান বার্গার। বাউন্সারে হুক করতে গিয়ে ফাইন লেগে ক্যাচ দেন বর্মা।
সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ বৃহস্পতিবার।

জিম্বাবুয়ে কোচের পদ ছাড়লেন হটন

আপনজন ডেস্ক: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের ভাগ্য ফেরাতেই গত বছরের জুনে জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডেভ হটন। শুরুর দিকটা ভালোই ছিল, ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডেতে সিরিজ জয়ে মনে হয়েছিল, জিম্বাবুয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এরপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে দেওয়াতেও ছিল এগিয়ে যাওয়ার বার্তা। কিন্তু আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে ব্যর্থতায় মিথ্যা হয়ে গেছে সবই। সেই ব্যর্থতার দায় নিয়ে ১৮ মাস পরই আজ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন হটন।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে নামিবিয়া ও উগান্ডার কাছে হেরেই সর্বনাশটা হয়েছে জিম্বাবুয়ের। এরপর হেরেছে আয়ারল্যান্ডের কাছে সীমিত ওভারের দুটি সিরিজেও।
জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি) এক

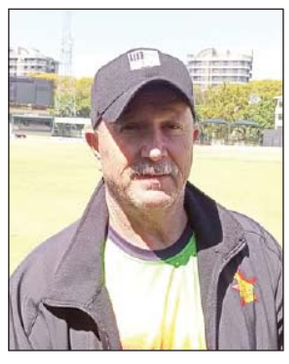

বিবৃতিতে হটনের পদত্যাগের খবর জানিয়ে বলেছে, 'হটন জানিয়েছেন ১৮ মাস দায়িত্ব পালনের পর তিনি "ড্রেসিংরুমের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।" দলকে এগিয়ে নিতে নতুন কারও দায়িত্ব নেওয়ার তাগিদও অনুভব করেছেন তিনি।'
বোর্ড প্রধান তাভেনগাওয়া মুকুহিয়ানি জানিয়েছেন, কোচের পদ ছাড়লেও হটন জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের সঙ্গেই থাকবেন, 'ডেভ সব সময়ই আমাদের খেলার কিংবদন্তি হিসেবে থাকবেন। সাম্প্রতিক সময়টা ভালো না কাটলেও ভবিষ্যতে সফল হতে যেসব কাজ শুরু করেছিলেন, সেসব হারিয়ে যাবে না। তিনি জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের সঙ্গেই থাকবেন। আমরা তাঁকে নতুন দায়িত্ব দেব।'
হটন নিজেও অন্য দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন, 'জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটকে আমি সব সময়ই হৃদয়ে ধারণ করি। জাতীয় দলের কোচ হিসেবে আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, তবে অন্য ভূমিকায় জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটে জড়িত থাকতে আমার ভালোই লাগবে।'
হটনের কোচিংয়ে দুটি টেস্ট খেলে একটিতে হেরেছে জিম্বাবুয়ে, ড্র করেছে অন্যটি। ২৫ ওয়ানডের ১১টি জিতলেও হার ১২টিতে। টি-টোয়েন্টিতে ১৯টিতে জয়ের বিপরীতে হার ১৪টিতে।

আইপিএলে নিলামে অবিক্রিত থাকা সল্ট এবার করলেন ১০ ছক্কায় ১১৯

আপনজন ডেস্ক: ফিল সল্ট রোমাঞ্চকর এক সময়ই পার করছেন বটে!
১৬ ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫৬ বলে ১০৯ রানের ইনিংস খেললেন। ২২৩ রান তাড়া করে দলকে জেতালেন। এমন এক শতকের পর অনেকেই ভেবেছিলেন আইপিএলের নিলামে চড়া দাম উঠতে পারে সল্টের। কিন্তু চড়া দাম তো দূরের কথা, সল্টকে নিয়ে আগ্রহই দেখায়নি কোনো দল। দল না পেলে সল্ট আর কীইবা করতে পারেন। এটা তো তাঁর হাতে নেই। সল্টের হাতে ছিল রান করা।
সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ড ওপেনার সেটাই করলেন। খেললেন ৫৭ বলে ১১৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস। তাঁর দলও জিতেছে ৭৫ রানে। এই জয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-২ সমতা ফিরিয়েছে ইংল্যান্ড। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে আগামী বৃহস্পতিবার।
সল্টের শতক ও অধিনায়ক জস বাটলার এবং লিয়াম লিভিংস্টোনের অর্ধশতকে ইংল্যান্ড তুলেছিল ২০ ওভারে ২৬৭ রানে। জবাবে ১৫.৩ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯২ রানেই অলআউট হয়ে যায়।
ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে টসে হেরে আগে ব্যাটিং করতে নামা ইংল্যান্ডকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন বাটলার ও সল্ট। গড়েন ৫৯ বলে১১৭ রানের জুটি। ৫৫ রানের ইনিংস খেলার পথে ইংল্যান্ডের হয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন বাটলার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাটলারের ছক্কা এখন ১২৩। ছাড়িয়ে গেছেন এউইন মরগানের ১২০ ছক্কা।
বাটলার আউট হলেও ইংল্যান্ড রান তোলার গতি কমেনি। তিন নম্বরে নেমে উইল জ্যাকস করেন ৯ বলে ২৪ রান। এরপর লিভিংস্টোন করেন ২১ বলে ৫৪ রান। ৭ চার আর ১০ ছক্কায় ৪৮ বলে শতক করেন সল্ট।
১১৯ রান করে তিনি যখন আউট হন, দলের রান তখন ২৪৬। এটি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টানা দুটি শতক পেলেন সল্ট। এর আগে এই কীর্তি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার রাইলি রুশো ও ফ্রান্সের গুস্তব ম্যাককিওনের।
ইংল্যান্ডের ২৬৭ রান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। দেরাদুনে ২০১৯ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আফগানিস্তানের করা ২৭৮ রান পূর্ণ সদস্যের দেশগুলোর মধ্যে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখনো সর্বোচ্চ সংগ্রহ।
২৬৮ রানের জবাবে ব্যাট করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্রুত রান তুলতে গিয়ে শুরু থেকেই উইকেট হারিয়েছে। ইনিংসের প্রথম ৪০ বলেই দলীয় ১০০ রান হয়ে গেলেও ফিরে যান চার ব্যাটসম্যান। আন্দ্রে রাসেলে ২৫ বলে ৫১ রান করলেও ২৭ বল বাকি থাকতে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রিচ টপলি নিয়েছেন ৩ উইকেট।
এই ম্যাচে মোট ছক্কা হয়েছে ৩৩টি। যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তৃতীয় সর্বোচ্চ। আন্দ্রে রাসেল ছক্কা মেরেছেন ৫ টি, নিকোলাস পুরান ৪টি। দুজনের মিলিত ছক্কার চেয়ে অবশ্য একটি ছক্কা বেশি মেরেছেন সল্ট একাই।

ওয়ার্নারকে টুইটার-ইনস্টাগ্রামে ব্লক করে দিয়েছে হায়দরাবাদ

আপনজ ডেস্ক: আইপিএলে এখন পর্যন্ত একবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ২০১৬ সালে হায়দরাবাদের শিরোপাজয়ী দলকে নেতৃত্ব দেন ডেভিড ওয়ার্নার। সেই ওয়ার্নারের সঙ্গেই কিনা ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সম্পর্ক এতটাই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে যে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটার ও ইনস্টাগ্রামে তাঁকে ব্লক করে দিয়েছে।
আজ দুবাইয়ে বসেছে ২০২৪ আইপিএলের নিলাম। ক্ষুদ্র পরিসরের এ নিলামে সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফাইনালের নায়ক ট্রাভিস হেডকে ৬ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে কিনে নেয় হায়দরাবাদ।
ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের দলটি এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকেও ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে কিনে নেয়, যা কিছু সময়ের জন্য আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের তালিকার শীর্ষে জায়গা করে নেয়। পরে সেটি ভেঙে দেন কামিন্সেরই পেস বোলিং সঙ্গী মিচেল স্টার্ক। বাঁহাতি ফাস্ট বোলার স্টার্ককে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে নিজেদের করে নেয় বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স।
ব্লকের প্রমাণস্বরূপ এই দুটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন ওয়ার্নার
ব্লকের প্রমাণস্বরূপ এই দুটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন ওয়ার্নারইনস্টাগ্রাম
জাতীয় দলের তিন সতীর্থের মধ্যে সবার আগে উদ্বোধনী সঙ্গী ট্রাভিস হেডকে অভিনন্দন জানানোর চেষ্টা করেন ওয়ার্নার।

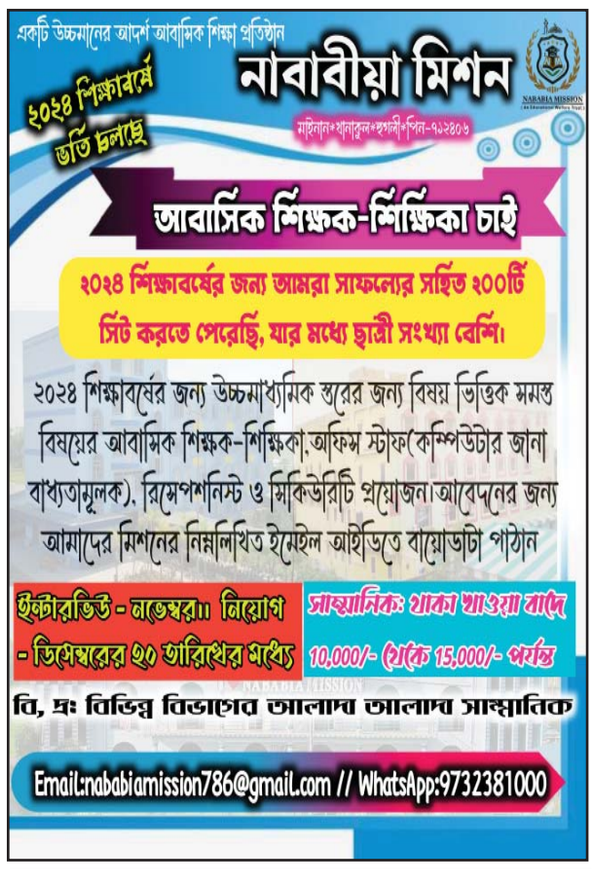

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**